শ্রদ্ধায় স্মরণ

লাবণ্যপ্রভা সরকার

দেবপ্রসাদ মিত্র সম্পাদিত

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ, ১৯১২

মুদ্রক : শ্রীদিব্যহ্মর ভট্টাচার্য
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম

আনন্দমোহন বসুর

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

সসম্ভ্রমে অর্পিত

ভূমিকা

মৃত্যুর কঠিন প্রহারে যাহাদের হৃদয় বার বার ভগ্ন হইয়াছে, আমি তাহাদেরই একজন। সেই দুর্দিনে যে সকল সাধুর উক্তি পাঠ করিয়া প্রাণে শান্তি পাইয়াছি, তাহাই বর্তমান আকারে মুদ্রিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া যদি একটি শোকার্ত হৃদয়ও সান্ত্বনা অনুভব করেন, সকল শ্রম সার্থক হইবে।

গ্রন্থকর্ত্রী

প্রকাশকের নিবেদন

শোক ও মৃত্যুবিচ্ছেদের দিনে, যখন আমাদের হৃদয়মন বেদনায় অভিভূত হইবার উপক্রম হয়, তখন বিশ্বাসী সাধুভক্তদের বাণী আমাদের পরম সহায়। তাঁহাদের বাণী আমাদের সান্ত্বনা দেয়, হৃদয়কে শান্ত করে, মৃত্যুকে বিচ্ছেদকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয়।

মৃত্যুবেদনার দিনে পাঠ করিবার পক্ষে লাবণ্যপ্রভা সরকারের "শ্রদ্ধায় স্মরণ" অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আমাদের মৃতুকে বিচ্ছেদকে ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করিতে ও হৃদয়মনকে শান্ত সংযত করিয়া শ্রদ্ধায় পূর্ণ করিতে বিশেষ সাহায্য করে।

পুস্তকটি এখন পাওয়া যায় না ; সেজন্য এই নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করা হইল। বর্তমান সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সংকলিত "রবীন্দ্র-বাণী" পুস্তক হইতে, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের লেখা হইতে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কর্তৃক সংকলিত "পরলোকের সন্ধানে" পুস্তক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল। পূর্ব সংস্করণের সামান্য কিছু অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সামান্য কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে।

উপাসনায় পাঠের সুবিধার জন্য শ্লোকগুলি একত্র করিয়া "শাস্ত্রপাঠ" নামে একটি পৃথক অধ্যায় করা হইয়াছে এবং বহু শ্লোক নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার জন্য যতদূর সম্ভব শ্লোকগুলির মূল উল্লেখ করা হইল।

পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
আমার ঘরের দ্বারে
তব আহ্বান করি সে বহন
পার হয়ে এল পারে

আজি এ রজনী তিমির আঁধার
ভয়ভারাতুর হৃদয় আমার
তবু দীপ হাতে খুলি দিয়া দ্বার
নমিয়া লইব তারে।

আদেশ পালন করিয়া তোমারি
যাবে সে আমার প্রভাত আঁধারি
শূন্য ভবনে বসি তব পায়ে
অর্পিব আপনারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

শ্রদ্ধায় স্মরণ

শ্রদ্ধায় স্মরণ

মানব জন্মগ্রহণ করিলেই তাহার মৃত্যু নিশ্চিত ; পুষ্পের মত মনোহর সৌন্দর্যে সে প্রস্ফুটিত হয়, আবার সে ঝরিয়া পড়ে। ছায়ার মত মুহূর্তে সে অদৃশ্য হয়। এই জীবনের মধ্যেই আমরা মৃত্যুর কবলে রহিয়াছি।

হে প্রভু, তোমার চরণ ভিন্ন আমরা আর কোথায় আশ্রয় পাইতে পারি! তুমি আত্মস্বরূপ প্রেরণ কর, তাই মানবের জন্ম ; তুমি এই ধরাপৃষ্ঠে নিত্য নবজীবন সঞ্চার করিতেছ। তুমি যখন তোমার প্রসন্ন মুখ আবৃত কর, তখন মানুষ চারিদিক অন্ধকার দেখে। তুমি যখন জীবনবায়ু অপহরণ কর যখন জীব মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় ; তাহার ধূলির শরীর ধূলিতে মিশিয়া যায়। জীবনের দ্বার একটী, মৃত্যুর দ্বারও একটী।

তুমি জান না কল্য কি ঘটিবে। তোমার জীবনও বায়ুর ন্যায়, এই মুহূর্তে আছে, পর মুহূর্তে মিলাইয়া যাইতে পারে। এখন আমরা আংশিকভাবে জানি এবং আংশিকভাবে বলি। কিন্তু যেদিন পূর্ণতার সহিত মিলন হইবে, তখন সকল অপূর্ণতার অবসান হইবে। এখন আমরা যবনিকার ভিতর দিয়া ছায়ার মত দেখি, তখন সাক্ষাৎ দেখা হইবে। এখন আংশিকভাবে জানি, তখন পূর্ণরূপে জানিব।

মানব কেবল আপনাকে লইয়া বাঁচে না, আপনাকে লইয়াই মরেও না। কারণ, যখন আমরা বাঁচি, তখন পরমাত্মাতেই বাঁচি ; আবার যখন মরি, তখন সেই পরমাত্মাতেই মরি। সেই জন্য বাঁচি কি মরি, আমরা তাঁহারই।

হে প্রভু, তুমি আমাদের চির জন্মভূমি, চির বাসস্থান। উত্তুঙ্গ হিমগিরিশ্রেণী যখন সৃষ্ট হয় নাই, যখন এই পৃথিবীও রচিত হয় নাই, সেই অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত তুমি আমাদের গতি ও আশ্রয়।

আবার তুমিই মানুষকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাও এবং বল, সন্তান আমার কোলে আবার ফিরিয়া এস। তোমার নিকট সহস্র বৎসর গতরজনীর স্বপ্নের মত। বন্যার জলের মত আয়ু দেখিতে দেখিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়। মানুষের জীবন প্রভাত-কালের শ্যামল দূর্বার ন্যায়; প্রভাতে তাহা কেমন সতেজ, সন্ধ্যাকালে তাহা কাটিল, আর শুকাইয়া গেল। আমাদের আয়ু ষষ্টি বৎসর; আর যদিই বা কোনও রূপে আরও কিছু দিন বাঁচি, তাহাতেই বা কি, দেখিতে দেখিতে সকলই ফুরাইয়া যায়। তাই হে পিতা, আমাদিগকে দিন গণনা করিতে শিখাও, যেন আমরা সময় থাকিতে তোমাকে চিনিতে পারি। এখনই আমাদিগকে তোমার দয়াতে প্রতিষ্ঠিত কর, যেন আমরা চিরজীবন আনন্দ লাভ করিতে পারি। হে প্রভু, তোমার দাসদিগকে তোমার প্রসন্ন মঙ্গল মূর্তি দেখিতে দাও, তোমার সন্তানদিগের নিকট তোমার মহিমা প্রকাশ কর।

প্রভু পরমেশ্বরের প্রসন্ন মুখ আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হউক এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠানের উপরে তাঁহার শুভাশীর্বাদ বর্ষিত হউক।

আত্মার বাস-মন্দির এই শরীর যখন জীর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার আর এক বাসগৃহ থাকে, যাহা মনুষ্যের হস্তে নির্মিত হয় নাই এবং যাহা স্বর্গে অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।

যাহারা এ পৃথিবীতে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহাদের জীবিতকাল অতি অল্প দিন স্থায়ী। সেই ক্ষণস্থায়ী জীবন আবার বিবিধ ক্লেশ ও বিঘ্নসঙ্কুল। মানব পুষ্পের ন্যায় শোভায় বিকশিত হইয়া উঠে, তাহার পর তাহার জীবনবৃন্ত ছিন্ন হইয়া যায়, ছায়ার ন্যায় সে দূরে পলায়ন করে এবং তাহার আর কোন উদ্দেশ থাকে না।

মানবদেহ তৃণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং মানবজীবনের সমুদয় গৌরব তৃণজাত পুষ্পের ন্যায়। তৃণ দুই দিন পরেই শুষ্ক হইয়া যায় এবং তাহার পুষ্পগুলি ঝরিয়া পড়ে, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী চিরদিন থাকে।

আজ আমরা যেন মনকে স্তব্ধ করি, শান্ত করি; যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্কবিতর্ক বিরোধ বিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির, রুচির, অভ্যাসের অনৈক্য, সে সমস্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি। কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকে ঈশ্বর আমাদের জীবনমৃত্যুর নিত্যসম্বলরূপে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সুখ দুঃখে, উত্থান পতনে, জয় পরাজয়ে চিরদিন আমাদের অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগূঢ়রূপে, একান্তরূপে আমারই, —তাহাই আজ নির্মলচিত্তে উপলব্ধি করিব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই; আমরা আমাদের বোধশক্তির ক্ষণিক বিশেষত্ববশতঃ অংশমাত্রকে একান্ত ক'রে জানছি ব'লেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্চি। আজ যেখানে আলো জ্বলছে কাল সেখান থেকে আলো সরে যেতে পারে কিন্তু আমাদের বিশ্ব সরে যাবে না, আমাদের আশ্রয়স্থল সমান ধ্রুব হয়েই থাকবে। অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যু কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। রাত্রে জেগে উঠে শিশু কেঁদে ওঠে, সে মনে করে সে বুঝি তার মাকে হারিয়েছে;—এই সত্যটুকু শিখতে তার দেরি হয় যে, আলোতেও তার মা আছে অন্ধকারেও তার মা আছে। জীবনমৃত্যুর সম্বন্ধেও আমরা সেই শিশুর মতো,—আমরা বৃথা ভয়ে কেঁদে বলি, জীবনেই আমরা সত্যকে পাই, মৃত্যুতে তাকে হারাই; কিন্তু বিশ্বে প্রাণের মূর্তিকে দেখো, সে মূর্তি আনন্দ মূর্তি। চারিদিকে তরুলতা পশুপক্ষী রূপে শব্দে গতিতে কতই আনন্দ বিস্তার করছে; বিশ্বে প্রাণের এই আনন্দরূপ কি কখনই টিকে থাকতে পারত যদি মৃত্যুতে কোনো প্রাণপূর্ণ সত্য না থাকত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখতে পেতুম ; তাহোলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত ক'রে দেখতুম, সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলি মেঘের মতো সরে যাচ্চে, কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্চে বলেই যিনি সরে যাচ্চেন না, মিলিয়ে যাচ্চেন না, তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্চি।

জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। কিছুই থাকছে না সবই চলছে, এইটিই লক্ষ্য করো। মন শান্ত ক'রে হৃদয় শুদ্ধ ক'রে এইদিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই সমস্ত যাওয়াই সার্থক হচ্চে এমন একটি থাকা স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে "বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেক"। সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।…

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে, তা অনেক তা অসংখ্য ; কিন্তু এই সমস্ত গিয়ে সমস্ত দিয়ে যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। গেছে গেছে এই কথাটা যতই কেঁদে বলি না কেন, তিনি আছেন—এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠ্‌ছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো ক'রে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।···

চিত্তকে নিস্তব্ধ বিশুদ্ধ করো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অনুপরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু এক যায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলশব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্মমরণ এই নিঃশব্দ সঙ্গীতে বিলীন হয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যু ও প্রাণ এই দুইয়ে মিলে তবে জীবন। এই মৃত্যুকে প্রাণের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিভক্ত ক'রে দেখলে মিথ্যার বিভীষিকা আমাদের ভয় দেখাতে থাকে। এই মৃত্যু আর প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিরাট ছন্দের মধ্যে আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিধৃত হয়ে লীলায়িত হচ্চে, এই ছন্দের যতিকে ছন্দ থেকে পৃথক ক'রে দেখলেই তাকে শূন্য ক'রে দেখা হয়, দুইকে অভেদ ক'রে দেখলেই তবেই ছন্দকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই যতিকে ছন্দের অঙ্গ ব'লে দেখা সহজ হয়।—কেন না আমাদের প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্যে শ্রাদ্ধের দিন হচ্ছে শ্রদ্ধার দিন, এই কথা বলবার দিন যে, মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রদ্ধা করি।

আমাদের প্রেমের ধন স্নেহের ধন যারা চলে যায় তারা সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে দিক্, তারা আমাদের জীবনগৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায় তার মধ্য দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি, অসীম পূর্ণতাকেই যেন দেখতে পাই। আমাদের সেই যে অসত্যদৃষ্টি যা জীবন মৃত্যুকে ভাগ ক'রে ভয়কে জাগিয়ে তোলে, তার হাত থেকে সত্যস্বরূপ আমাদের রক্ষা করুন, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতে নিয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইহলোক ও পরলোক এক। মৃত্যু এঘর হইতে ওঘরে যাওয়া মাত্র।

ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থই পরলোকে বিশ্বাস। গভীর উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তখন বিষয়, সংসার ও এ পৃথিবীর অতীত এক স্বতন্ত্র স্থানে আমরা বাস করি। তখন এই মাত্র জানি, তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি, চিরকাল থাকিব।

বাহিরের এ সকল কিছুই নিত্যস্থায়ী নহে, এবং বাহিরের কোন বিষয়ের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ নাই। এ সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে আরোহণ করিবার সোপান মাত্র। এ সমুদয়ই পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সংসারের সকল বস্তুর সঙ্গেই বিচ্ছেদ হইবে।

আমরা পরলোকের যাত্রী, আমরা জীবনপথের পথিক।

কিন্তু যাহা আত্মার মধ্যে দেখিবে, তাহার শেষ নাই, যাহা হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করিবে, তাহা চিরস্থায়ী। মৃত্যুর পর পৃথিবীর কার্যাড়ম্বরের শেষ হইবে কিন্তু অন্তরের ধন অনন্তকাল থাকিবে।

কেশবচন্দ্র সেন

ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে যাওয়া ইহাতে আশঙ্কার কি আছে? ইহলোক পরলোক এক রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশ মাত্র, এক ভবনের ভিন্ন ভিন্ন ঘর মাত্র। এখানেই থাকি, আর যেখানেই যাই, সেই এক রাজা, এক পিতার নিকটে আমরা থাকিব। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? পরলোককে একটি অতি দূরস্থ অপরিচিত অন্ধকার স্থান মনে করা কল্পনা মাত্র। এ কল্পনা তোমরা পরিত্যাগ কর, যাহা সত্য, তাহা ধারণ কর।...

যে সকল ভ্রাতা ভগিনী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন ইহা আলোচনা করিয়া ভীত হওয়া বা ক্রন্দন করা বৃথা। এই ভবনদী পার হইলেই পরলোক। আমরা যেমন এপারে জীবিত রহিয়াছি, মৃত ভ্রাতা ভগিনীদিগের আত্মা-সকল সেইরূপ পরপারে জীবিত রহিয়াছে, মধ্যে কেবল এই নদী ব্যবধান। আমরা যত লোককে এখান হইতে বিদায় দিয়াছি তাঁহারা সকলেই ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং তাঁহারাও জানিতেছেন যে আমরা সকলে এপারে বসিয়া আছি। আমরা তাঁহাদের কোন সংবাদ পাই না; তাহাতে কি? পিতা এখানে আমাদের নিকটে আছেন, সেখানেও তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তবে কেবল এপার হইতে ওপারে যাইবার নাম যদি মৃত্যু হইল, তাহা হইলে আমরা কেন ভীত হইব?

কেশবচন্দ্র সেন

পার্থিব সম্বন্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এখন আর তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলন হইতে পারে না, স্বর্গে গিয়া তবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইবে, এরূপ মনে করিও না। সংসারের পরপারে গিয়া পৃথিবীর পিতা আরও নিকট হইলেন, বন্ধুর বন্ধুতা আরও নিকট হইল, প্রত্যেক সাধুর সঙ্গে আমাদিগের আরও নিকট সম্বন্ধ হইল। মরিলেই সম্বন্ধ গেল, ইহা হইতে পারে না।

কেশবচন্দ্র সেন

... ...

যে গৃহে মৃত্যুর দূতের চরণ একবার পতিত হইয়াছে, তথা হইতে তাহার আগমনের চিহ্ন আর বিলুপ্ত হয় না। ঈশ্বরের প্রেমের আলোক তথায় উজ্জ্বলরূপে পতিত হইলেও যে হৃদয়ে মৃত্যুর দূতের চরণচিহ্নের কালিমা পতিত হইয়াছে, তাহা আর অপনীত হইবার নহে।

যে সকল প্রাণ আনন্দের উল্লাসে অধীর হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যে সকল হৃদয় শোকাতুর হইয়া বিলাপ করিতেছে, তাহারা পরস্পরের প্রাণের অধিক নিকটে আসিতে পারে। হাস্যলহরী অপেক্ষা অশ্রুধারা অধিকতর সহজে মিলিত হয়। পরিবারের প্রেমের শৃঙ্খলের দুই একটী খণ্ড যখন পরলোকে বিরাজ করে, তখন তাহার বন্ধন অধিকতর দৃঢ় হয়।

শরীরী আত্মার সঙ্গে সময়ের সম্বন্ধ ; কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে জীবিত যে আত্মা, তাহার সঙ্গে অমৃতের যোগ। তাহাই আত্মার অনন্ত জীবন এবং পরলোক। কল্পনার ব্যাপার নহে, কিন্তু পরব্রহ্মের মধ্যে যে আমাদের অবস্থিতি, তাহাই পরলোক ; আত্মার এই অবস্থাই যথার্থ জীবন এবং ইহাই প্রকৃত যোগ। যতই ব্রহ্মের চরণে অবস্থিতি করিব ততই পরলোক উজ্জ্বল দেখিব এবং পরলোক স্মরণ মাত্র হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইবে।...

যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সেই জীবনের জীবন ঈশ্বরের ক্রোড়ে বাঁচিয়া আছেন। কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, সে বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন নাই ; কিন্তু এই জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে, ইহলোকে আমি যাঁহার কাছে বাঁচিয়া আছি, পরলোকে আমার সমুদয় বন্ধুরা তাঁহারই কাছে বাঁচিয়া আছেন। এই জ্ঞানে আমাদের কত আনন্দ হয়, ইহলোকে আমরা যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছি তিনিই পরলোকবাসী সকলের ঈশ্বর। সকলেই এক ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহলোক ও পরলোক দুইই আমার কাছে।

কেশবচন্দ্র সেন

মনে করিও না, পরলোক অনেক দূরে। পরলোক অতি নিকটে, তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমরা ভক্তি-প্রেম-হস্ত প্রসারণ করিলেই পরলোক ধারণ করিতে পাইবে। যে চক্ষে ব্রহ্মকে দেখি, সেই চক্ষে পরলোকবাসী সাধুদিগকে দেখিতে পাই।

পরলোক আমাদিগের আসল বাড়ী, পরলোক জীবের শান্তি-নিকেতন। সেই নিকেতন নিত্যকালের আবাসস্থান।

আমাদিগের একজন পরলোকে যাওয়াতে ইহলোক পরলোক এক হইল, সাধুগণের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ স্থায়ী হইল, এই নূতন সম্বন্ধের জন্য নূতন কর্তব্য উপস্থিত হইল। পরলোকে সকলে বন্ধুকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

পরলোকের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক। আত্মার ভিতর দিয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে হইবে।

মন বিশুদ্ধ কর, পরলোকের বিশ্বাস উজ্জ্বল কর, ঈশ্বরের ভক্তিতে উন্নত হও, ব্যাকুল হৃদয়ে মনের ভিতর প্রার্থনা কর। ঈশ্বর তোমার বন্ধুকে দেখাইবেন, তোমার বন্ধুকে তুমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে দেখিতে পাইবে।

কেশবচন্দ্র সেন.

সমস্ত ভুলচুক দুঃখ কষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে, আমরা ভালবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতর দিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তা হলে সে অভাব গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেছি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হবে,—এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠচে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে। সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে।

কত অসহ্য দুঃখ বেদনা ঘরে ঘরে আছে, কাল প্রতিদিন তা একটু একটু করে মুছে মুছে দিচ্চে। আমার জীবনের উপরেও সেই বিশ্বব্যাপী কালের হাত কাজ করচে। সেই জগৎ জোড়া আরোগ্যের কাজকে যেন একটুও কঠিন না করি— শোক দুঃখের চলাচল সহজ হয়ে যাক। প্রাত্যহিক দিনযাত্রাকে বাধা না দিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকে মিলিয়ে না দেখলে সত্যকে দেখা হয় না। আমরা প্রতিদিন জীবনকে যখন উপলব্ধি করি তখন মৃত্যুকে তার অঙ্গ বলে উপলব্ধি করি নে বলে আমাদের প্রবৃত্তি দিয়ে সংসারটাকে আঁকড়ে থাকি। আমাদের বাসনা আমাদের ভয়ানক বন্ধন হয়ে ওঠে। মৃত্যুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখলে তবেই সংসারের ভার হাল্কা হয়ে যায়। আবার আমরা মৃত্যুকে যখন দেখি তখন জীবনকে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখিনে বলেই শোকের জ্বালা এত প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। মৃত্যু জীবনকেই বহন করে, জীবন মৃত্যুর প্রবাহেই এগিয়ে চলচে, এই কথাটি ভাল করে বুঝে দেখলে সত্যের মধ্যে আমাদের মন মুক্ত হয়। পূর্ণ সত্যের মধ্যে বিরোধ নেই। জীবন ও মৃত্যুকে একান্ত বিরুদ্ধ বলে জানলেই আমাদের মোহ জন্মায়। সেই মোহ আমাদের বাঁধে, সেই মোহ আমাদের কাঁদায়। যত পাপ যত ভয় যত শোক ঐখানেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনে এমন সব দুঃখ আসে যাকে এড়াবার কোন জো নেই, কিন্তু সেই দুঃখের শিখায় আত্মদান করাটা যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়ার মতই পবিত্র করে তোলা মানুষের শক্তিতে আছে।

দুঃখভোগ সকলেরই ভাগ্যে আছে। মনকে সেই দুঃখের উপরে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়। কেননা সে তো ছায়া, আজ আছে কাল নেই— তার সুখ দুঃখের বোঝা নিয়ে ফেনার মত কালের স্রোতে ভেসে যায়, কিছুদিনের পরে তার চিহ্নও দেখা যায় না। নিজের গভীর অন্তরে ধ্রুব শান্তির জায়গা আছে, সেইখানে আমাদের সত্তা আছে যা চিরকালের, যা সংসারের জন্ম মৃত্যু, মিলন বিচ্ছেদ, লাভ ক্ষতি-সকলেরই অতীত। সেইখানে আসন নিতে পারলেই মানুষ বাঁচে, সংসারের বাঁচা বাঁচাই নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রে আমরা ছোট প্রদীপে কতটুকু তেল দিয়ে কতটুকু পলতেই বা জ্বালাই। কিন্তু সেইটুকু শিখার মধ্যে ভয় নেই কেন? কেননা একথা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, সে নিভলেও সূর্য কখনও নিভবেনা; বিশ্বের মহাপ্রাণই অনির্বান সত্য, সেই জন্যই ক্ষুদ্র প্রাণ নিভলেও ভাবনা নেই। যা ওঁ, যা হাঁ, তাকে প্রাণের দৃষ্টিতে দেখেছি; সেই হাঁ-কে বিশ্বাস করো, না-কে নয়। প্রভাতকেই বিশ্বাস করো, কুয়াসাকে নয়। আমাদের চারিদিকে জগৎ জুড়ে প্রাণ এই অভয় বাণী ঘোষনা করছে, মৃত্যু কোন মতেই সেই বাণীকে নিরুদ্ধ করতে পারছে না। মেঘ বারে বারে এসে সূর্যকে যেন মুছে ফেলতে চাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মুছতে পারছে না। মৃত্যু তেমনই প্রাণের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু প্রাণকে কখনই আচ্ছন্ন করে বিলুপ্ত করতে পারবে না। অতএব মনকে শান্ত করে প্রাণকেই তোমরা শ্রদ্ধা করো, মৃত্যুকে নয়; যাকে ভালবেসেছো, যাকে সত্য বলে জেনেছো, সে মৃত্যুতে সত্যই আছে এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে শোক থেকে মনকে মুক্ত কর।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

আমাদের পরমেশ্বর তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষ। আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই কৃপাতে তাঁহাকে জানিয়াছি; জানিয়া দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকলকে আহ্বান করিতেছি। যখন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তখন আর আমাদের মৃত্যুভয় নাই, সংশয় অন্ধকার আমাদের চিত্তকে আর কলুষিত করিতে পারে না, আমাদের নিকট সকলই আলোক, সকলই পরিষ্কার। আমরা সেই অমৃতস্বরূপ প্রাণস্বরূপকে পাইয়া অমৃতলাভ করিয়াছি, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি।

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমাদের সহিত এক হৃদয় ও একাত্মা হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মর্তা পৃথিবীতে আমাদের বাস, কিন্তু তোমাদের ন্যায় আমরা জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিয়াছি, মৃত্যুভয়কে আমরা অতিক্রম করিয়াছি। এ আনন্দ আর কাহার নিকট ব্যক্ত করিব? এ আনন্দ হৃদয়ে ধারণ হয় না, এ আনন্দ এই ক্ষুদ্র শরীরে ধারণ হয় না, মনুষ্যের নিকটে বলিয়াও ইহার কিছুই বলা হয় না। যাঁহারা দিব্যধামবাসী, যাঁহারা জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া দিবানিশি ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া মহেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে মন উৎসুক হইতেছে। দেবতারা যাঁহার মহিমা গান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, আমরাও এই মর্ত্যলোক হইতে তাঁহাদের সহিত সমস্বরে তাঁহার স্তুতিবাদ করিতেছি, আমাদের আত্মা এই ক্ষুদ্র শরীর অতিক্রম করিয়া

উচ্চতম দেবলোকে ব্যাপ্ত হইতেছে, সেই দিব্যধামবাসীদের সহিত মিলিত হইতেছে।

এই শরীরে যদিও এ আত্মার অবস্থান, তথাপি ইহার জন্মস্থান কোথায়? আত্মার আকরভূমি সেইখানে, যেখানে দেবতাদের জন্মভূমি। আত্মা এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, এই সঙ্কীর্ণ স্থানে থাকিয়া সে কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, তাহার জ্ঞান প্রীতি অনন্তের দিকে, তাহার আশা ভরসা অনন্তের দিকে; আত্মার উন্নতির শেষ নাই, সেই অনন্ত অমৃতের সঙ্গে ইহার প্রীতি। দেবতাদের আকরভূমি যেখানে, ইহারও আকরভূমি সেইখানে। দেব, মনুষ্য, আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান। দেবতারা আমাদের ভ্রাতা। আমাদের উৎপত্তি স্থান, আমাদের গম্যস্থান সেই একস্থানেই। দেবলোকে আসীন হইয়া দেবতারা যাঁহার বন্দনা করিতেছেন, আমরা এই পৃথিবীলোক অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া দেবদেবের উপাসনা করিতেছি।

ব্রহ্মপরায়ণদিগের মধ্যে প্রীতিই একমাত্র বন্ধন। প্রীতি পর্বত সাগর ব্যবহিত দেশকে একত্র করে। প্রীতিই দেবলোক ও মর্ত্যলোককে একত্র করে। দেবতাদিগের হৃদয়ে আমাদের হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া দেখ, এক তেজোময় জ্বলন্ত প্রেমানল মহান, অনন্ত অবিনাশী পরমেশ্বরের চরণে ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হইতেছে। সমুদয় মনুষ্য সমুদয় দেবলোক একত্র হইয়া একতানে মহেশের মহৎ যশ ঘোষণা করিতেছে। আমাদের যোগ কেবল পৃথিবীর সঙ্গে নয়, আমরা উন্নত বেশ ধারণ করিয়া আমাদের অধিকারকে প্রশস্ত করিয়া দেবতাদিগের নিকটে আনন্দ হৃদয়ে বলি, হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ

কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি।

পৃথিবীতেই কি আত্মার এমন প্রশস্ত ও উন্নত ভাবের শেষ হইবে? মৃত্যুর পর সেই প্রথম দিনের প্রাতঃকাল যখন উদয় হইবে, যখন সংসারের রজনীর অবসান হইবে, আমরা জ্ঞানেতে, ধর্মেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া পরমদেবকে যখন সম্মুখে দেখিব, দেবমণ্ডলীর মধ্যে সমাসীন হইয়া আনন্দে যখন তাঁহার চরণ পূজা করিব, তখন আমাদের কি সৌভাগ্য উদয় হইবে। অদ্যই যদি এই পৃথিবীর নিশা অবসান হয়, অদ্যকার নিশা যদি আমার এখানকার শেষ নিশা হয়, যদি আর এক উন্নত লোকে গিয়া প্রাতঃকালের সূর্যোদয় অবলোকন করি, তবে আমার আত্মা কি আনন্দে তাহার এই শরীর পিঞ্জর ত্যাগ করে! বিদেশ হইতে স্বদেশে গিয়া উন্নত দেবতাদিগের সঙ্গে মিলিয়া যদি ঈশ্বরের গুণকীর্তন করিতে পাই, পরম পিতার শুভ অভিপ্রায় যদি সাধন করিতে পাই, তবে আমাদের প্রার্থনার বিষয় আর কি থাকে?

সংসারে এই আশাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি। নাবিক যেমন সুদূর সমুদ্রমধ্যে স্থিতি করিয়া আপনার স্বদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমুদয় ঝঞ্ঝাতরঙ্গ অতিক্রম করে, আমরা আমাদের জীবন-সহায়কে লক্ষ্য রাখিয়া সেইরূপ সংসারের সমুদয় বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতেছি। আমাদের সমুদয় লক্ষ্য এই পৃথিবীতে বদ্ধ থাকিলে জীবন কি অন্ধকার হইত! কিন্তু এখন আমরা নিঃসংশয়ে জানিয়াছি যে, আমাদের কোন ভয় নাই।

যদি বিশুদ্ধচিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, যদি জ্ঞানে ধর্মে আত্মাকে উন্নত করি, যদি পরকালের সম্বল এখানে প্রচুররূপে উপার্জন করি,

তবে আমাদের ক্রমিকই উন্নতি, ক্রমিকই উন্নতি। সে নিশা কি আনন্দের নিশা, যে নিশা প্রভাত হইলে আমরা নূতন প্রাতঃকাল দেখিতে পাইব। এখানে যত দূর দেখিবার তাহা দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে যত দূর প্রীতি করিবার করিয়াছি, তাঁহার মহিমা যত দূর ঘোষণা করিবার তাহা করিয়াছি। এখন যদি এখান হইতে অবসর পাই, তবে আমরা তাঁহারই নূতন রাজ্যে গমন করিব। নব নব ভাবসকল দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিব। অমৃতময় মধুময় পুরুষের সঙ্গে বাস করিয়া হৃদয়কে মধুময় করিব।

আমাদের এ আশা কি মহৎ আশা! এ আশা কি কেবল আশামাত্র থাকিবে? কখনই হইতে পারে না। এ আশা সেই সকল সত্যের আকর পরম সত্য হইতে আসিতেছে। তিনি আমাদিগকে অভয় দান করিতেছেন, তাঁহার নিকট গেলে কেহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে না, কিন্তু অতি ম্লান হৃদয়ও উজ্জ্বলভাব ধারণ করে। আমরা সকলে গিয়া সেই পরম পিতার চরণে মিলিত হইব। তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন আমাদিগকে তাঁহার অমৃত-নিকেতনে লইয়া যাইবেন; সেখানে কেবলই আনন্দ কেবলই আনন্দ।

মাতৃক্রোড়ে দুর্বল শিশুরা যেমন পরিপালিত হয়, আমরা তেমনি পরম মাতার ক্রোড়ে পরিপালিত হইতেছি। আমরা তাঁহারই পক্ষের ছায়াতে বাস করিতেছি, আনন্দ সমীরণে সঞ্চরণ করিতেছি। আমরা চিরকালই তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব, সেই অমৃতের সঙ্গে অমৃতভোজী হইয়া চিরদিন তাঁহার আনন্দ নেত্রের সম্মুখে থাকিব। আমাদের আশার অন্ত নাই, আমাদের মৃত্যুতে ভয় নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা আমাদের মঙ্গলেরই জন্য। আমরা যেখানেই থাকি, যে অবস্থায় থাকি,

আমরা তাঁহারই থাকিব। অমৃতস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুভয় হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইব। এই উন্নত আশাতে সকলে বলীয়ান হই। ইনিই আমাদের পরম গতি, ইনিই আমাদের পরম সম্পদ, ইনিই আমাদের পরম লোক, ইনিই আমাদের পরম আনন্দ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংসার জীর্ণ অরণ্যের ন্যায়, নগর শ্মশানের ন্যায়; যে ভবন আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ ছিল, আজ তাহা শূন্য।

দীপ নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। চুল্লীতে আর অগ্নি নাই, ভস্মরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কলস জলশূন্য; ভাণ্ডসকল ভগ্ন অবস্থায় চারিদিকে গড়াগড়ি যাইতেছে, মৃত্যুর করাল ছায়ায় চারিদিক অন্ধকার।

রজনী ঘোর তিমিরময়ী। নৈশ ঝটিকা বেগে বহিতেছে। নদী সৈকতে শত লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া আমার বাঞ্ছিতের চিতা জ্বলিতেছে। রোগ ও মৃত্যুর করাল মুখ হইতে যাহাকে উদ্ধার করিতে আমার হৃদয়ের শোণিত অদেয় ছিল না, তাহার দেহ আমার চক্ষুর সম্মুখে চিতায় পুড়িতেছে। তাহাকে ইহলোকে রাখিবার জন্য সকল চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

এই নদীর মত কালের খরস্রোতে আমার প্রিয়জন কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বিশ্বজননী তাঁহার অঞ্চল দ্বারা তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখ চিরতরে আবৃত করিয়াছেন। পরম শিল্পী যে সুন্দর ঘট নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আবার চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

মহামূল্য সুগন্ধি অপেক্ষা যশ মূল্যবান। জন্মদিন অপেক্ষা মানবের মৃত্যুদিন অধিক বরণীয়। আনন্দ উৎসবে কোলাহলময় ভবনে গমন করা অপেক্ষা মৃত্যুর অন্ধকারে আচ্ছন্ন গৃহে গমন করা ভাল, কারণ মৃত্যুই জীবের পরিণাম। জীবিত সকলে ইহা অন্তরে মুদ্রিত করিয়া রাখুক।

উচ্চ হাস্য অপেক্ষা বিষাদ ভাল, কারণ দুঃখে অন্তর পবিত্র হয়। লঘু চিত্তের হৃদয় উল্লাস ও আমোদপরায়ণতার অনুসরণ করে, কিন্তু জ্ঞানীর অন্তর শোকার্তের সঙ্গে অবস্থিতি করে।

নির্বোধের আনন্দগীত শ্রবণ করা অপেক্ষা জ্ঞানীর তিরস্কার শ্রবণ করা ভাল ; কারণ, চিত্ত তাহাতে নির্মল হইবে।

জন্ম ও মৃত্যু না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা উহার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া একদিন জীবন ধারণেরও ফল আছে।

অসার, অসার, সকলই অসার।

মানব এই জগতে আসিয়া যত শ্রম করে, তাহাতে তাহার লাভ কি ?

এক বংশ জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অপর বংশ আবির্ভূত হয়, পৃথিবী চিরকালই আছে।

সূর্য উঠিতেছে ও অস্ত যাইতেছে; সূর্য যে দিকে উদিত হইয়াছিল, দ্রুতবেগে পুনরায় সেই দিকে ধাবিত হইতেছে।

বায়ু দক্ষিণ দিকে বহিতেছে ও উত্তরে ধাবিত হইতেছে। ইহা অনবরত ঘুরিতেছে এবং মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করিতেছে।

নদীসকল সাগরে গিয়া পতিত হইতেছে, তথাপি সমুদ্র কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না। নদীসকল যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, পুনরায় তথায় গমন করিতেছে।

চারিদিকে চাহিয়া দেখ এবং এই জীবনের কথা চিন্তা কর। এখানে সকলই ক্ষণস্থায়ী এবং কিছুই চিরদিন থাকে না। এখানে জন্ম আছে ও মরণ আছে, বৃদ্ধি আছে ও ক্ষয় আছে এবং সংযোগ আছে ও বিয়োগ আছে।

এই পৃথিবীর শোভা পুষ্পের ন্যায়; প্রভাতে তাহা পূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়, আবার মধ্যাহ্নের উত্তাপে তাহা ম্লান হইয়া যায়।

যে দিকে দেখ, কেবল কোলাহল ও অশ্রান্ত কর্মব্যস্ততা। সকলে সুখের পশ্চাতে শশব্যস্তে অবিশ্রান্ত ছুটিতেছে, যাতনা ও মৃত্যুর ত্রাসে পলায়ন করিতেছে, অতৃপ্ত বাসনার জ্বলন্ত শিখায় পুড়িতেছে। সংসার নিত্য পরিবর্তিত হইতেছে।

তবে এ জগতে কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই? এই বিশ্বব্যাপী কোলাহলের মধ্যে এমন স্থান কি নাই, যেখানে আমাদের উত্যক্ত হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হয়? এখানে কি চিরস্থায়ী কিছুই নাই?

উৎকণ্ঠা কি নিবৃত্ত হইবে না? বাসনার অগ্নি কি নির্বাপিত হইবে না? কবে উন্মত্ত হৃদয় শান্ত ও সমাহিত হইবে!

যাহারা অমর জীবনের জন্য তৃষিত, জানিও, মৃত্যুর মধ্যে অমর জীবন প্রচ্ছন্ন আছে। যে সুখভোগ করিলে পশ্চাতে অনুতাপ করিতে হয় না, যাহারা তাহার প্রয়াসী, তাহারা সাধুতার অনুসরণ করুক। যাহারা ধনাকাঙ্ক্ষী, তাহারা এই অক্ষয় ধন পাইয়া কৃতার্থ হইবে। ধর্মই ধন, ধর্মজীবনেই সুখ।

ধর্মের জীবন নাই, মরণ নাই, ইহার আদি নাই, ইহার অন্ত নাই। ধর্মের জয় হউক। ধর্মই মানবমনের অমর অংশ।

এই ধর্মকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর, কারণ ধর্মই অমরত্বের ছায়া। ইহা অক্ষয়কে প্রদর্শন করে, অনন্তকে প্রকট করে, এই ধর্মই মৃত্যুর অধীন জীবকে অমরত্বের বর প্রদান করে।

অন্তর ধর্মে পূর্ণ করিয়া অমরত্ব লাভ কর। জগতের ধর্মগুরুগণের কথামৃত ধারণ করিবার জন্য হৃদয়ভাণ্ড প্রস্তুত কর। অন্তরের সমুদয় কলুষ সযত্নে ধৌত কর, জীবন পবিত্র কর, ধর্মলাভ-করিবার আর অন্য পথ নাই।

এই জগত শারদীয় অভ্রের ন্যায় অনিত্য। জন্ম মৃত্যু জগতের রঙ্গশালার নটের ন্যায়। বেগবতী গিরিনদীর ন্যায় দ্রুতগামী মানবজীবন আকাশে বিদ্যুতের মত চলিয়া যাইতেছে।

নদীস্রোতে পতিত বৃক্ষের পত্র ও ফল যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ এই পৃথিবীতে প্রিয়বস্তু ও প্রিয়জনের সহিত সর্বদা বিচ্ছেদ হইতেছে; কাহারও সহিত কাহারও পুনরায় মিলন হয় না, কেহ পুনরায় আগমন করে না। সকলেরই মরণ হইতেছে, পতন হইতেছে। মৃত্যু সকলকে বশীভূত করিতেছে, কিন্তু কেহই মৃত্যুকে বশ করিতে পারে না। নদী স্রোত যেমন দারুখণ্ডকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত্যুও সেইরূপ সকলকে হরণ করে।

হে স্বপ্রকাশ, এই মৃত্যুর অন্ধকারে তুমি আমার নিকট প্রকাশিত হও। আমাকে ইহা বুঝিতে করিতে সমর্থ কর, যে আমরা যাহাকে সম্পদ মনে করিয়া উল্লাসে অধীর হইয়া পড়ি, তাহা সম্পদ নহে; যাহাকে বিপদ জ্ঞান করিয়া আতঙ্কে ভীত হই, তাহাও বিপদ নহে। ঐহিক সম্পদ বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি, আমরা তাহা লাভ করিবার অধিকারী; তুমি সেই শান্তিধাম আমার অন্তরদৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত কর।

আমি একাকী নগ্ন দেহে পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, একাকী নগ্ন দেহেই পৃথিবী হইতে অপসৃত হইব। প্রভু দিয়াছিলেন, প্রভুই লইলেন, তাঁহারই নাম গৌরবান্বিত হউক।

তুমি ভয় পাইও না, কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি ; ভীত হইও না কারণ আমি তোমার ঈশ্বর। আমি তোমাকে আশ্রয় দিব। আমি তোমাকে সবল করিব ; নিশ্চয় বলিতেছি, আমি তোমাকে আমার মঙ্গল হস্ত দিয়া তুলিয়া ধরিব। কারণ আমি তোমার প্রভু পরমেশ্বর। আমি তোমাকে তুলিয়া ধরিব, এবং বলিব ভয় করিও না। আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

হে ঈশ্বর, তোমার কৃপাগুণে তুমি আমার প্রতি দয়া কর। আমায় বার বার আঘাত কর যেন আমি নির্মল হই, আমায় ধৌত কর যেন তুষারতুল্য শুভ্র হই।

হে প্রভু, আবির্ভূত হও। হে আমার ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর।

তোমার পবিত্র মন্দিরে আমি চিরদিন বাস করিব। তোমার কৃপার আশ্রয়ে আমি বিশ্বাস ও নির্ভর করিব।

তুমি আমার পরম আশ্রয়; তুমি আমার কবচ। তোমার বাক্যে আমি বিশ্বাস করি।

মৃত্যুর ছায়া পরিবেষ্টিত এই সংসার উপত্যকার মধ্য দিয়া, যদিও আমি গমন করিতেছি, তথাপি আমি কোনও অশুভ আশঙ্কা করি না; কারণ, তুমি আমার সঙ্গে রহিয়াছ, তোমার শক্তি ও অভয় বাণী আমার সুখবিধান করিতেছে।

করুণা ও কল্যাণ নিশ্চয়ই চিরজীবন আমার সঙ্গে থাকিবে এবং আমি চিরদিন ঈশ্বরের গৃহেই বাস করিব।

শোকার্তেরা ধন্য; কারণ তাঁহারা দয়া পাইবেন।

হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া কর; আমার প্রাণ তোমাতেই বিশ্বাস রাখিয়াছে। তোমার করুণার আবরণে আমি নির্ভর করিব। আমার রক্ষক তুমি, সুতরাং আমি বিচলিত হইব না। আমার গৌরব ও মুক্তি তোমাতেই।

হে নাথ, তুমিই আমার কবচ। আমার গৌরব তোমা হইতেই; আমার অবনত মস্তক তুমিই উন্নত কর।

আমি আর্তস্বরে প্রভুর নিকট রোদন করিয়াছিলাম, তিনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন।

তাপস হোসেন বসোরী পূর্বে রত্নবণিক ছিলেন। একবার তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে রোম নগরে গমন করিয়াছিলেন। এক দিন তিনি তথাকার রাজমন্ত্রীর সহিত অশ্বারোহণে সেই নগরের প্রান্তবর্তী এক প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, মণিমুক্তা-খচিত এক পট্টবস্ত্রের মণ্ডপ তথায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। একদল সুরক্ষিত সৈন্য উন্মুক্ত অসি হস্তে তাহা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কি বলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর উজ্জ্বল বেশধারী বর্ষীয়ান পুরুষগণ প্রগাঢ় গাম্ভীর্য সহকারে বিবিধ শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে সেই পটমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর চারিশত পণ্ডিত পটমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর রূপযৌবনসম্পন্না দুই শত নারী স্বর্ণথালে বিবিধ মণিমাণিক্যের ভার হস্তে লইয়া পটমণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে কিছু বলিয়া চলিয়া গেল। সর্বশেষে সম্রাট সচিবগণসহ বস্ত্রগৃহে প্রবেশপূর্বক তথায় কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। হোসেন এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া কোন মতেই তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া রাজমন্ত্রীকে এরূপ ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "সম্রাটের এক সর্বগুণসম্পন্ন যুবক পুত্র ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। কুমারের অকাল মরণে রাজা অতিশয় শোকাতুর হইয়াছিলেন। এই পটমণ্ডপের মধ্যে সেই রাজকুমারের সমাধি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যুবাসরে মহারাজ রাজ্যের ধর্মাচার্যগণ, বিদ্বৎমণ্ডলী, যোদ্ধৃবর্গ ও সুন্দরীদিগের সমভিব্যবহারে পুত্রের সমাধিস্থানে আগমন করেন। সর্বাগ্রে সৈন্যগণ নিষ্কোষিত তরবার হস্তে সমাধিস্থল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলে, "কুমার, তোমার যে অবস্থা

ঘটিয়াছে, যদি বাহুবলে তোমাকে তাহা হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইত, তবে তাহার জন্য আনন্দে আমরা স্ব স্ব প্রাণ বিসর্জন করিতাম। কিন্তু যিনি তোমার এই অবস্থা ঘটাইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম চলে না।" তাহার পর প্রাচীন পুরুষগণ বিবিধ শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে সমাধি প্রদক্ষিণ করিয়া বলেন, "যুবরাজ, যদি আশীর্বচন প্রয়োগ ও ধর্মশাস্ত্র বলে তোমার জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমরা তাহাতে বিমুখ হইতাম না।" তৎপরে বিদ্বৎমণ্ডলী আসিয়া বলিলেন, "রাজতনয়, যদি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বলে তোমাকে এই পৃথিবীতে পুনরায় আনয়ন করা যাইত, তাহা হইলে আমরা সে চেষ্টা হইতে বিরত হইতাম না, কিন্তু মানবের সকল জ্ঞান, সকল পাণ্ডিত্য এখানে পরাস্ত হইয়াছে।" পরে সুন্দরী নারীগণ রত্নপূর্ণ থালা হস্তে সমাধিস্থল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বলে, "রাজন্, যদি রূপ যৌবন ও ধন সম্পদের বিনিময়ে তোমাকে পুনরায় লাভ করা যাইত, তাহা হইলে তোমার জন্য আমরা এ সকলই উৎসর্গ করিতাম; কিন্তু যিনি তোমার এই অবস্থার জনয়িতা, তাঁহার নিকট রূপ যৌবন ঐশ্বর্য ও সম্পদ এ সকলের কিছুরই মূল্য নাই।" সর্বশেষে সম্রাট সচিবগণে পরিবৃত হইয়া সমাধির সমীপস্থ হইয়া বলেন, "হে প্রাণাধিক, তোমার পিতার হস্তে আর কি ক্ষমতা আছে? আমি তোমাকে ফিরাইয়া আনিতে আমার রাজ্যের বাহুবল, ধর্মবল, জ্ঞানবল ও রূপ যৌবন সঙ্গে লইয়া স্বয়ং আসিয়াছি, কিন্তু যিনি তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তোমার পিতার সমুদয় প্রতাপ ও জগতের সমুদয় পরাক্রম সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়, আমাদের সমুদয় শক্তি এখানে সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়াছে। এই বলিয়া রাজা বাহির হইয়া আসিলেন। তাপসমালা হইতে গৃহীত।

প্রাচীন শ্রাবস্তী নগরে কৃশা গৌতমী নামে এক নারী বাস করিত। ধন, জন, সুখ, ঐশ্বর্য কিছুরই তাহার অভাব ছিল না; পতি পুত্র স্নেহে বিহ্বল হইয়া সে যখন সংসারের সুখ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া পান করিতেছিল, তখন তাহার সুখের সংসারে সহসা শোকের বজ্র আসিয়া পতিত হইল। কৃশার পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র এক দিন উপবন মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, সহসা এক কালসর্পের দংশনে তাহার জীবনবৃন্ত ছিন্ন হইল।

কৃশা পুত্র হারাইয়া জ্ঞান হারাইল। সে শোকে উন্মত্ত হইয়া মৃতপুত্র বক্ষে ধরিয়া দ্বারে দ্বারে মৃতসঞ্জীবন ঔষধের অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদিন কৃশা কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, এক বৌদ্ধ ভিক্ষু সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। কৃশা ভাবিল, এই মহাপুরুষ আমার পুত্রের প্রাণ দিতে পারেন। সে ভিক্ষুর চরণে পতিত হইয়া পুত্রের জন্য ঔষধ ভিক্ষা করিল। ভিক্ষু কৃশার কষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, বলিলেন, "কল্যাণি, জীবন দিতে পারি, আমার এমন ক্ষমতা নাই। তুমি বুদ্ধদেবের নিকট যাও, তিনি উপযুক্ত ঔষধ দিবেন।" কৃশা এই কথা শুনিয়া পুলকিত হৃদয়ে বুদ্ধের চরণে উপস্থিত হইল। তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "হে দেব, আমায় মৃতসঞ্জীবন ঔষধ দিন, আমার পুত্রের দেহে জীবন আনয়ন করুন।" বুদ্ধ কহিলেন, "বৎসে, আমি ঔষধ জানি; কিন্তু তোমাকে তাহার উপকরণ আনিতে হইবে; তুমি কতকগুলি সর্ষপ লইয়া আইস, আমি

ঔষধ দিব।" সর্ষপ বীজ আনিলেই মৃতপুত্র জীবন পাইবে এই আশায় কৃশা দ্রুতপদে ধাবিত হইল। বুদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "কল্যাণি, যে গৃহে কেহ কোন দিন মৃত্যুর মুখে পতিত হয় নাই, এমন গৃহের সর্ষপবীজ আবশ্যক।"

কৃশা মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া গৃহস্থগণের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু যে গৃহে কেহ কোন দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, এমন গৃহ দেখিতে পাইল না। সকলেই বলিল, "জগতে জীবিত ব্যক্তির অপেক্ষা মৃতের সংখ্যাই অধিক। কে কবে মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে?"

কৃশা নিরাশ হইয়া নগরের বাহিরে গিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সান্ধ্য আকাশে এক একটী করিয়া নক্ষত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। দূরে নগরে দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে রজনী গভীরা হইল এবং দীপাবলী একে একে নির্বাপিত হইয়া গেল। তখন বুদ্ধদেব আসিয়া কৃশার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ঐ দেখ, নগরের দীপাবলী একে একে নিবিয়া গেল। মানবজীবনও এইরূপ জ্বলিয়া উঠিয়া ক্ষণকাল আভা বিস্তার করিয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে নিমগ্ন হয়।"

তখন কৃশার চৈতন্য হইল। সে পুত্রের শব অরণ্যে ফেলিয়া দিয়া বুদ্ধের শিষ্য হইল।

আজ শোকের ঘন তামসে পরিবার আচ্ছন্ন। স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্ফূর্তি ও ক্রীড়াশীলতার জীবন্ত প্রতিকৃতি, গৃহের আলোক, সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান মরণের দারুণ আঘাতে শয্যাশায়ী। তাহার সুন্দর সুগোল হস্তপদদ্বয় যাহা অনুক্ষণ ক্রীড়াশীলতায় ব্যস্ত থাকিত, তাহা ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইয়া শয্যায় মিলাইয়া গিয়াছে। যে আয়ত উজ্জ্বল সুনীল নয়ন দুইটি বুদ্ধির আভা ও সহাস্য সৌন্দর্যে পিতামাতার হৃদয়ে কত আনন্দ ও ভবিষ্যতের আশা সঞ্চার করিত, তাহা মৃত্যুর করাল হস্তস্পর্শে মুদ্রিত ; সুগৌর কোমল আননে মৃত্যুর নীলিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে ; দেখিতে দেখিতে শিশুর অকলঙ্ক প্রাণ অনন্তে উড্ডীন হইল, তাহার প্রাণহীন নবনীকোমল তনু স্বর্গচ্যুত মন্দার কুসুমের ন্যায় মাতার অঙ্কে পড়িয়া রহিল।

শোকের তীব্র আঘাতে নবীনা জননী বাতাহতা কদলীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন, ক্রোড়ের নিধি হারাইয়া তিনি ধরাশায়িনী হইলেন, পতির প্রেমপূর্ণ সান্ত্বনাবাণী, জীবিত সন্তানগণের সানুরাগ সহস্র প্রয়াস, আত্মীয় স্বজনের প্রবোধবাক্য তাঁহার শোকভগ্ন হৃদয়ে কোন সান্ত্বনাই আনয়ন করিতে সমর্থ হইল না। শোকাতুরা মাতা অনশনে দিবানিশি বিহ্বলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

একদিন নিশীথ সময়ে যখন পুরজন সকলে নিদ্রিত, তখন বিবশা জননী নিদ্রাহীন শয্যা হইতে উঠিলেন, তাঁহার প্রাণের পুতলীকে যে পথ দিয়া তাহার অনন্তশয্যায় শয়ন করাইতে লইয়া গিয়াছিল, তিনি সেই পথে ধাবিত হইলেন, তাঁহার রুক্ষ কেশভার কবরীচ্যুত হইয়া পড়িতেছে, রমণীর কোন সংজ্ঞা নাই।

জননী ক্রমে নদীতটে শ্মশানভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রজনী গভীরা; নদীস্রোত কুলকুল রবে বহিয়া যাইতেছে, নৈশ বায়ু সরসর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, কৃষ্ণপক্ষের তিমিরাবগুণ্ঠিত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নৈশ পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ ও ক্বচিৎ শিবাধ্বনি ব্যতীত সে বিজন শ্মশানে অন্য কোন শব্দ শ্রুত হয় না।

পুত্রের চিতাভস্ম বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া জননী শোকাবেগে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মুষ্টিমেয় ভস্ম ব্যতীত ইহজগতে তাঁহার প্রাণের পুতলীর আর কোন চিহ্নই নাই।

মূর্চ্ছাভঙ্গে নেত্র উন্মীলন করিয়া রমণী সম্মুখে এক দীর্ঘকায় পুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব আকার দেখিয়া জননী মুহূর্তের জন্য আপন শোক বিস্মৃত হইলেন; পুরুষ ইঙ্গিতে মাতাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া অগ্রসর হইলেন, জননী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্তিনী হইলেন।

পুরুষ নারীকে লইয়া ভূগর্ভে অবতরণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর ভূস্তর ও নাগলোক অতিক্রম করিয়া চিরঊষার মৃদু জ্যোতিবিমণ্ডিত কোমল সঙ্গীতপূর্ণ প্রেতপুরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। রমণীর চক্ষুর জল শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহার আর্তরব শান্ত হইয়াছিল, তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সেই নব রাজ্যের ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার সম্মুখে এক রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, জননী সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহারই অঞ্চলচ্যুত নিধি তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। শিশু ত্বরিতপদে আসিয়া ক্ষুদ্র বাহুলতায় জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল, "মা, আমি তোমার কোল হইতে এই সুখের দেশে আসিয়াছি। এখানকার সুখের তুলনা নাই।

সুরশিশুদলের সঙ্গে মিলিয়া বিশ্বরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অক্ষয় মহিমা কীর্তনের অতুল আনন্দ তোমার কোলে থাকিয়া আমি কোন দিন পাই নাই।" ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া মাতার গণ্ডদেশ ঘন ঘন চুম্বনে প্লাবিত করিয়া শিশু সাশ্রুনেত্রে পুনরায় কহিল, "কিন্তু মা, তোমার অবিরাম অশ্রুবর্ষণ আমার এই সুখের পথে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে।" বলিতে বলিতে শিশু ক্ষুদ্র অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সুখময় দেশ দেখাইয়া দিল। জননী সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যে গাঢ় যবনিকা মৃত্যুর রাজ্যকে অনন্ত হইতে পৃথক করিতেছে, তাঁহার মোহান্ধ, অশ্রু-আবিল, পার্থিব নয়ন সে যবনিকা ভেদ করিতে পারিল না। তাঁহার কর্ণে দূরাগত মৃদু দিব্য সঙ্গীত পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সে সঙ্গীতের বাক্য, যে বাক্য শোকভগ্ন প্রাণ পুনরায় গঠন করে, যাহা দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করে, যাহা মৃত আশাকে সঞ্জীবিত করে, যাহার এক অক্ষর শুনিলে নিমেষে সকল অবিশ্বাস দূরে পলায়ন করে, তাঁহার স্থূল মর্ত্য কর্ণে বিশ্বপতির মুখনিঃসৃত সে অমৃতময়ী বাণী প্রবেশ করিল না।

ক্ষণকাল পরে মাতা উর্দ্ধদেশ হইতে তাঁহার নামের আহ্বান ধ্বনি ও তৎপরে শিশুর আর্ত কণ্ঠরব শুনিতে পাইলেন। বালক ব্যস্ত হইয়া কহিল, "মা, ঐ শোন, পিতা ও ভাই ভগিনীরা তোমার জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন। মা, ঈশ্বর তোমার যে পুত্রকে আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছেন, তাহার জন্য বৃথা বিলাপে অভিভূত থাকিয়া জীবিত প্রিয়জনের প্রতি তোমার কর্তব্যে উপেক্ষা করিও না। যাও, গৃহে গিয়া তাঁহাদের সেবা কর।" বলিতে বলিতে শিশু অনন্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। জননী সহসা আপনাকে

দিব্য জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্তিনী দেখিতে পাইলেন।

চেতনা প্রাপ্ত হইয়া নারী দেখিলেন, তিনি নদীতটে শ্মশান-ভূমিতে নিপতিত আছেন। তখনও সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, পক্ষীরা তখনও প্রভাতী গীত আরম্ভ করে নাই। জননী নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার চক্ষে জগৎ এক নূতন আকার ধারণ করিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দেবতা স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া শিশুর চিতাপার্শ্বে লুণ্ঠিত হইয়া নয়নের দরবিগলিত ধারা মুছিতে মুছিতে প্রভুর চরণে আপনার পূর্ব আচরণের জন্য ক্ষমা চাহিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মাতা গৃহে আসিয়া সুষুপ্ত সন্তানগুলির নিষ্কলঙ্ক আননে ঘন ঘন চুম্বন করিলেন। নিদ্রিত পতির চরণ স্বীয় বক্ষে ধরিয়া এত দিন স্বীয় কর্তব্যে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া সবিনয়ে ক্ষমা চাহিলেন। পতি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সান্ত্বনা কোথায় পাইলে?" পত্নী সাশ্রুনেত্রে উত্তর করিলেন, "নদীতটে আমার শিশুর চিতা পার্শ্বে।"

পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপাসনাপদ্ধতি

উদ্বোধন

ঈশ্বরের চরণে আসিয়া আমরা ইহকাল পরকাল এক করিয়া দেখিতে শিক্ষা করিয়াছি। আমরা একাকী নহি। এই যে এখানে আমরা সম্মিলিত হইতে পারিয়াছি, ইহার পশ্চাতে কত বংশ-পরম্পরা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা সম্ভব হইয়াছে। মানুষ যে আপনাকে একাকী মনে করে, তাহা কি ভ্রম! আমাদের জীবন ধারণের জন্য যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, তাহার প্রায় সকলই আমরা অপরের নিকটে পাই। আমাদের জন্য কত সাধু ও জ্ঞানিগণ জ্ঞান ও ধর্ম সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অল্প অল্প করিয়া কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া আমাদের জন্য দেহ মন আত্মার সকল প্রয়োজনীয় বস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন বলিয়া আমরা বাঁচিতে পারিয়াছি। আমরা এখানে বিচ্ছিন্ন বা একাকী নহি। আমরা পশ্চাতে বংশপরম্পরায় পিতৃপুরুষগণের সঙ্গে ও সম্মুখে ভবিষ্যৎবংশীয়দের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত রহিয়াছি। আমাদের ধমনীতে যে রক্ত বহিতেছে, তাহা পিতৃ-পুরুষগণের রক্ত। বংশপরম্পরা ধরিয়া এক জীবন্ত রক্তস্রোত ও জীবনস্রোত বহিয়া আসিতেছে। আমাদের জ্ঞান ও আমাদের প্রেম সেই মহাপ্রবাহের অংশ। পিতৃপুরুষগণ আমাদের মধ্যে জীবিত রহিয়াছেন

মানবপ্রেমের বিস্তারও সামান্য নয়। মানুষ শৈশবে দুই এক জনকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার প্রেমের অন্ত কোথায়? মানুষ প্রেমালিঙ্গনে সমগ্র জগতকে বাঁধিতে পারে।

কেবল তাহা নহে, মহাত্মা বুদ্ধ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিলেন, যাহারা জন্মিয়াছে বা যাহারা জন্মিবে, তাহাদের সকলকে প্রীতি করিতে হইবে। এ কি প্রেমের মহা আকাঙ্ক্ষা! মানবাত্মা যে এতটা প্রেমের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, ইহাও অদ্ভুত।

কিন্তু মানবজ্ঞান ও মানবপ্রেম সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন, করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, জগৎকে অতিক্রম করিয়া জগৎপতিকে জানিতে ও আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে ও পারিতেছে। ইহাই মানবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ; এই জন্যই মানবাত্মা মহৎ।

এই অধিকারের বিষয় আমরা যখন নিমগ্নচিত্তে আলোচনা করি, তখন এই মর্তধামে থাকিয়াই অমরত্বের আস্বাদন পাই। তখন আর ভাবিতে পারি না, যে মানবাত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তিনি আমাদিগকে মহাজ্ঞান ও মহাপ্রেমের অধিকারী করিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না, আপনাকে জানিতে ও প্রীতি করিতে দিলেন। তবে কি আমাদের জীবনদীপ নির্বাপিত করিবেন? তিনি আমাদিগের শরীরে থাকিয়াও শরীরের অতীত হইয়া জগৎকে দেখিতে দিতেছেন; আমরা অতি ক্ষুদ্র স্থানে আবদ্ধ, তথাপি আমাদের প্রেমকে সকল সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, আমাদের সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানের মধ্যে অসীমতার আস্বাদন দিতেছেন। আপনার সহিত ও অমর লোকের সহিত আমাদিগকে একীভূত করিতেছেন।

এইরূপে আমাদের প্রকৃতিকে অমরত্বের জন্য উন্মুখ করিয়া কি তিনি আমাদিগকে মহা বিনাশ প্রাপ্ত করিবেন? যে প্রেম মৃত্যুকে অতিক্রম করে, সেই প্রেমের অধিকারী করিয়া তিনি কি

আমাদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিবেন? ইহা কথনই সম্ভব নহে। আমরা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব যে, আমরা অমর হইয়া সেই অজর অমর পুরুষে বাস করিতেছি। জগতের দিকে সীমাবদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে অসীম জ্ঞান ও প্রেমে মিলিত রহিয়াছি।

আজ তবে এই গম্ভীর অনুষ্ঠানের মুহূর্তে এই মর্ত্য জীবনের সকল ক্ষুদ্রতা বিস্মৃত হইয়া এখানকার শোক মোহ কোলাহল হইতে উত্থিত হইয়া সেই অজর অমর পরম পুরুষের শরণাপন্ন হই।

আরাধনা

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং।
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

হে জগতের প্রাণ, তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আমাদের আত্মা রহিয়াছে। তুমিই নিত্য, তুমিই সত্য, আর সকলই অনিত্য ও অসার। সকল পদার্থই বিনাশশীল ও ক্ষণস্থায়ী; তোমারই কোন ক্ষয় ও বিকার নাই। সকল বিকারের মধ্যে তুমিই একমাত্র অবিকৃত পরম সত্তারূপে রহিয়াছ। আমরা এই শোক মোহময় জগতে তোমাকে না জানিয়া কতবার মুহ্যমান হইতেছি, অথচ তুমি চির আশ্রয় হইয়া আমাদের আত্মার নিকটেই রহিয়াছ। ইহা আমাদের কি দুর্দশা, আমরা জীবননদীর নিকটে থাকিয়াও মৃত্যুর অধীন হইতেছি। তোমার যে রাজ্য, সেখানে জরা নাই, মরণ নাই, তুমিই তথায় চির প্রাণরূপে রহিয়াছ।

হে প্রাণের প্রাণ, মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে আজ আমরা তোমার অমরত্বের আশ্রয় গ্রহণ করি। হে অন্তর্যামী সর্বসাক্ষী পুরুষ, আজ সন্তানগণের শোকভগ্ন হৃদয় তোমার চরণে অবনত হইতেছে। আমরা কিছুই জানি না, আমরা কিরূপে তোমার বিধির অর্থ বুঝিতে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র দুর্বল হৃদয় যাহা চায়, দেখিতে পাই তোমার বিধানে অনেক সময়ে তাহা ঘটে না। আমরা ক্ষুদ্র জ্ঞানে যে ঘটনার অর্থ বুঝিতে পারি না, যাহা আমাদের হৃদয়ের পক্ষে পীড়াদায়ক, তোমার দৃষ্টির তলে তাহার অর্থ নিহিত থাকে। আমরা আর কি বলিব? আমরা জানি, তুমি মঙ্গল বিধাতা হইয়া জীবনের সকল ঘটনাবলীর পশ্চাতে রহিয়াছ। তুমি সুখদুঃখের মধ্যে কখনই আমাদিগকে একাকী পরিত্যাগ করিতেছ না। হাত ধরিয়া সর্বদাই আমাদের সার্থকতার দিকে লইয়া যাইতেছ। এই যে শোক যাহা আমাদিগকে অধীর করিতেছে, ইহাও শোকার্ত হৃদয়কে পবিত্র, উন্নত ও নব ভাবে পূর্ণ করিয়া তোমার দিকে লইয়া যাইবে, সংসারের অসারতা হইতে আমাদিগকে তোমার শরণাপন্ন করিবে, আমাদের শক্তির দুর্বলতা দেখাইয়া হৃদয়কে বিনীত ও নির্ভরশীল করিবে।

আমরা অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্বল। তুমি অসীম অগম্য,. আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তাদ্বারা তোমাকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারি না। তোমার মহিমার ধ্যানে আমরা যখনই প্রবৃত্ত হই, তখন তাহার অন্ত পাই না। তুমি আমাদিগকে যে অমরত্বের আস্বাদন দিয়াছ, তাহাতেই আমরা তোমাকে ইহকাল ও পরকালের আশ্রয় বলিয়া অনুভব করিতেছি। তোমার স্তুতি বন্দনাতে জগতের ভাষা সকল পূর্ণ হইয়াছে, অথচ তুমি অপরিচ্ছিন্ন ও অনির্বচনীয় রহিয়াছ। তোমার উপাসক সভা কেবল ইহলোকে মিলিত হয়,

নাই, ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেই সম্মিলিত হইয়াছে। হে মহান, সুরনরে তোমার মহিমা গান করিতেছে, কেহই তোমার অন্ত পাইতেছে না।

হে অনন্ত দেব, তুমি দেশ ও কালকে ব্যাপ্ত করিয়া দেশ ও কালকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। কিন্তু তুমি যদি কেবল অনন্তই হইতে, তাহা হইলে আমরা আপনাদের পাপতাপ লইয়া তোমার নিকটে আসিতে পারিতাম না। কিন্তু তুমি যে আমাদের পরিমিত জ্ঞানে আপনাকে কিছু প্রকাশ করিয়াছ, ইহারই জন্য আমাদের শোকার্ত হৃদয় তোমার চরণে উপস্থিত করিয়াছি। তোমার চরণেই আমাদের আত্মার বিশ্রাম। যে সান্ত্বনা আর কেহ দিতে পারে না, তুমি তাহা দেও। হৃদয় যখন শোকে অধীর হয়, প্রিয়জনবিচ্ছেদে মানব যখন আপনাকে একাকী ও অসহায় মনে করিতে থাকে, সংসার যখন অরণ্য সমান বোধ হয়, এবং অতি আত্মীয় বন্ধুগণের সান্ত্বনাবাণীও যখন হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন একমাত্র তোমার চরণে পতিত হইয়াই আত্মা শান্তি লাভ করে। তোমার শরণাপন্ন হইয়াই শোকার্ত সান্ত্বনা লাভ করে, ভীত ও কম্পিত প্রাণ অভয় পায় এবং পাপদগ্ধ হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হয়।

পরম জননি, মাতার হস্তে প্রহার পাইয়া শিশু যেমন মাতারই ক্রোড় চায় সেইরূপ আজ শোকসন্তপ্ত প্রাণ তোমারই ক্রোড় চাহিতেছে। শোক যখন দিয়াছ, তখন শোক বহন করিবার শক্তি দাও। তোমার করুণাব নিদর্শন আমাদের জীবনকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই মর্ত্য জীবনেই কি তোমার করুণার শেষ? পরলোকগত সকলে তোমার আলিঙ্গনের মধ্যেই বাস করিতেছেন। তুমি রুগ্ন ক্লান্ত শ্রান্ত জীবকে এই সংসারের ভাবনা

চিন্তা রোগশোক হইতে উদ্ধার করিয়া ক্রোড়ে করিয়া অমরধামে লইয়া যাও। অপর দিকে শোকের অগ্নি জ্বালিয়া আমাদের হৃদয়কে পবিত্র ও উন্নত করিয়া তোমার সহিত যুক্ত কর।

তুমি ইহপরকালের এক মাত্র বন্ধু, জীবনপথের একমাত্র সহায়। ইহপরকালে তুমিই মানবাত্মার একমাত্র আশ্রয়, অবলম্বন ও ভরসা। তুমিই চিরগতি, তুমিই গম্য স্থান, তুমিই গমনের পথ, তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরম পবিত্র দেবতা, তোমার নাম পবিত্র, তোমার প্রেম পবিত্র, তোমার প্রকাশ পবিত্র। তোমার পুণ্যময় সন্নিধানে আসিয়াই আমরা জীবন পাই। তোমার আলোকে বাস করাই আমাদের স্বর্গধাম। তুমি স্পর্শ না করিলে আমাদের চিত্তের বিকার যায় না, মোহের ঘোর কাটে না। জীবনদাতা, এই দেহের জীবন তুমি দিয়াছ কিন্তু তাহা সামান্য; আত্মার যে জীবন, যাহার দ্বারা তোমার সহিত যুক্ত হই, সে জীবন তোমার প্রেমদৃষ্টি ব্যতীত জাগরিত হয় না। আমাদের শুষ্ক আত্মাকে তুমিই কেবল সঞ্জীবিত করিতে পার। শোক ও বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ করিয়া সে আত্মাকে তুমি আপনার অভিমুখে লইয়া যাও। হে মুক্তিদাতা, আমাদের মুক্তি তোমারই চরণে।

তৎপরে ধ্যান ও সমবেত প্রার্থনা

সন্তানগণের প্রার্থনা

হে পরম পিতা অখিল মাতা, হে পিতার পিতা, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি, কয়েক দিন হইল তিনি তোমার আহ্বানে তোমার মঙ্গল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে এই সংসারে আমাদের রক্ষা ও শিক্ষার জন্য তোমার প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলে। আমরা অসহায় শৈশবকালে তাঁহারই ছায়াতে বাস করিয়া সংসার তাপ জানিতে পারি নাই, তাঁহারই পক্ষপুটের ভিতরে থাকিয়া সংসারের আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তাঁহারই মঙ্গল শাসনের অধীন থাকিয়া সংসারের পাপপ্রলোভনপূর্ণ পথ হইতে দূরে থাকিয়াছি এবং তাঁহারই দৃষ্টান্ত ও উপদেশে জীবনপথে অগ্রসর হইয়াছি। তিনি আমাদিগকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখিবার জন্য যেমন কোনও প্রকার শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণ্য করেন নাই, তেমনই আমাদের চরিত্র গঠিত করিবার জন্য উন্নত ও মহৎ আদর্শের উদার ও পবিত্র বায়ুতে রাখিয়া পালন করিবার জন্য কোনও প্রকার ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণ্য করেন নাই। আজ সেই অনুপম স্নেহ স্মরণ করিয়া আমরা তাহার মধ্যে তোমারই অপূর্ব কৃপা দর্শন করিতেছি।

তিনি তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তোমার অর্পিত ভার বহন করিয়া আমাদিগকে রক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়া তোমারই আহ্বানে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হইবার নয়। তাঁহার সমস্ত জীবন হোমাগ্নির ঊর্ধমুখী শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। তাঁহার মর্তজীবনের অবসানে তুমি তাঁহাকে শান্তিতে, ও অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ। তুমি অনন্ত

সত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমুদয় সত্য চিন্তা সার্থক হয়; তুমি অনন্ত মঙ্গল, তোমার মধ্যে আমাদের সমুদয় শুভ চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা সফল হয়; তুমি অনন্ত প্রেম, আমাদের হৃদয়ের সমুদয় ব্যাকুল প্রেম তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াই ধন্য হয়। আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমুদয় সত্য, সমুদয় মঙ্গল চেষ্টা ও সমুদয় প্রেম তোমার মধ্যে মিশিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া আমরা সকল ভাই ভগিনী সসম্ভ্রমে তোমার চরণে প্রণত হইতেছি।

আমাদের প্রাণের সকল শোক, হে শোকনাশন, আজ দূর করিয়া দাও। মৃত্যু আসিয়া আজ যে যবনিকা মোচন করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও। সংসারের সকল উত্থান পতন, সম্পদ ও খ্যাতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে তোমার আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশ কর।

হে দেবতা, তুমি আমাদের পিতার আত্মাকে তোমার পুণ্যময় সহবাসে রাখিয়া কৃতার্থ কর, অমরধামে অমরগণের মধ্যে রাখিয়া তোমার প্রেমামৃত পানে পরিতৃপ্ত কর এবং আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তাঁহার ন্যায় কর্তব্যপথে অটল থাকিয়া জীবন যাপন করিতে পারি, যেন তোমাকে সার ও সত্য জানিয়া তোমার ইচ্ছার অনুগত হইতে পারি, যেন তাঁহার ন্যায় তোমার বিশ্বস্ত সন্তান হইয়া নিজেদের কর্তব্য যথার্থভাবে পালন করিতে পারি এবং এই মর্তধামে থাকিয়াও তোমার প্রতি প্রীতি ও তোমার প্রিয়কার্য সাধন দ্বারা দিন দিন তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি। তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

আচার্যের প্রার্থনা

হে সত্যস্বরূপ, অদ্য এই পবিত্র দিনে আমরা তোমার চরণতলে আসিয়াছি। হে পিতা, আমরা ত একাকী নহি। তোমার নিকটে সকল পিতৃগণ, সকল সাধু মহাত্মাগণ রহিয়াছেন; তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা আজ ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে দাও। তাঁহাদের রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত, তাঁহাদেরই সঞ্চিত জ্ঞান ও ধর্ম পাইয়া আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম বিকশিত হইয়াছে।

এই যে গৃহ পরিবার ইহাই তোমার পবিত্র মন্দির। তুমি এখানে পিতা মাতার দ্বারা সন্তানের এবং সন্তানের দ্বারা পিতা মাতার আত্মাকে তোমারই দিকে লইয়া যাইতেছ। তুমি সকলকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছ, আমাদের একের কল্যাণে সকলের কল্যাণ, সকলের কল্যাণে প্রত্যেকের কল্যাণ।

হে ইহপরকালের দেবতা, তুমি আমাদিগকে এখানে আনয়ন কর, আবার তুমিই আমাদিগকে এ পৃথিবী হইতে লইয়া যাও। তোমার চরণেই আমাদের চির বাসস্থান চির জন্মভূমি। যাঁহারা ইহলোক হইতে গত হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর সংগ্রাম ও শ্রান্তির পর তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করিবার কিছুই নাই। অদ্য এই পবিত্র দিনে আমরা তাঁহাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অর্পণ করি। এক দিন সকলকেই এই প্রবাস ত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইতে হইবে। তোমারই মধ্যে আমাদের চির বাসস্থান। ইহপরলোকে তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত থাকিয়া আমাদের প্রাণে তোমার শান্তিবারি বর্ষণ কর। ওঁ।

মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপাসনাপদ্ধতি

উদ্বোধন।

আমাদের হৃদয়ে যখন কোনও গভীর আঘাত লাগে, পরিবারে যখন মৃত্যু আগমন করে, প্রিয়জনেরা যখন মৃত্যুর পরপারে প্রস্থান করেন, তখন আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশ্নসকল আপনা হইতেই, উদিত হয়, আমাদের সুপ্ত আত্মার দ্বারে তখন গভীর আঘাত পড়ে। পরিবারে যে মৃত্যু আসে, আত্মীয় বন্ধুগণ যে চক্ষুর অতীত হইয়া চলিয়া যান, তাহা অমৃতধামের যাত্রীর পক্ষে ঘণ্টাধ্বনির মত। অন্য সময়ে আমাদের মনে যে চিন্তা স্থান পায় নাই, তাহা মৃত্যুর সম্মুখে হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা পৃথিবীর নশ্বরতা বুঝিতে পারি। আমরা যেদিন প্রিয়-জনদের হারাই, যাঁহারা হৃদয়ের অতি নিকটে ছিলেন, সুখে দুঃখে যাঁহারা চিরদিন পাশে পাশে ছিলেন, যাঁহাদের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, যাঁহাদের বক্ষে বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, রক্তের সম্বন্ধে, আজীবনের ভালবাসায়, সুখদুঃখের একতায় যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের জীবন গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে গ্রথিত ছিল, তাঁহারা যখন পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন স্বভাবতঃই মানবমন গভীরভাবে ঈশ্বরের দিকে এবং মৃত্যুর পরপারে অজ্ঞাত পরলোকের দিকে ধাবিত হয়।

তখন এ প্রশ্ন মনে উদিত হয়, এ জীবন কি? কোথা হইতে আসি ও কোথায় চলিয়া যাই? আমরা সুখের মুহূর্তে জীবনের গভীর অর্থ অন্বেষণ না করিতে পারি, কিন্তু মৃত্যু আসিয়া আমাদের সে চক্ষু খুলিয়া দেয়, মৃত্যু দ্বারা আমরা জীবনকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। মৃত্যুর এই গভীর অর্থ; শোকের

এই গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায়। অমৃতধামের যাত্রী, প্রস্তুত হও। সঙ্গীরা ঐ চলিয়া গেলেন, আমাদেরও যাইতে হইবে। ঐ অমৃতধামই আমাদের চির বাসস্থান, চির জন্মভূমি। শোক আমাদের নিকট অমৃতধামের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে। ঈশ্বর, পরলোক, আধ্যাত্মিক জগৎ, আমাদের নিকট আজ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হউক।

জীবনে আমরা প্রতিক্ষণেই অনুভব করি যে, আমাদের শক্তি এবং জ্ঞানের অতীত এক মহাসত্য, মহাজ্ঞান, মহাইচ্ছা রহিয়াছে। আমাদের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ, আমাদের ইচ্ছা কত দুর্বল, আমাদের শক্তি কত ক্ষীণ। আমরা প্রতি পদে আপনাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা অনুভব করিয়া থাকি। আমরা যদি নিতান্ত চিন্তাবিহীন না হই, তাহা হইলে প্রতিদিনের সামান্য ঘটনাতেই আপনাদের ক্ষুদ্রতা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতের অন্তরালে যে অনন্ত অব্যক্ত অনির্বচনীয় সত্তা রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাই।

আবার জীবনে এমন মুহূর্তও আসে, যখন আপনাদের ক্ষুদ্রত্ব বিশেষরূপে অনুভূত হয়। আমাদের সকলের জীবনেই এমন সকল ঘটনা আছে, যাহার সম্মুখে আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, যেখানে আমাদের বাক্য, বুদ্ধি, চিন্তা সকলই পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে এবং মন নীরবে অসীম রহস্যময়ের চরণে নত হইয়া বলিতে চাহে, আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, তুমিই সকল জান। সংসারের সকল ক্ষুদ্র আশ্রয় যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন দেখি, অনন্তস্বরূপের চরণছায়ায় আমাদের চির বাসস্থান।

আমাদের গভীর শোকের দিনে মন আর কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পায় না। সকল যুক্তি, সকল সান্ত্বনা অকিঞ্চিৎকর মনে হয়,

এ গভীর আঁধারে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, বাক্য আপনা হইতেই মৌন অবলম্বন করে, মস্তক তাঁহার চরণে নীরবে নত হইতে চায়। এখানে তিনিই কেবল সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে পারেন। আমরা এখন তাঁহারই চরণে আমাদের সন্তপ্ত মস্তক রাখি। ভীত শিশু যেমন ছুটিয়া গিয়া মাতার ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করে, আমাদের আর্তপ্রাণ সেইরূপ তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে গিয়া, বিশ্রাম লাভ করিবে। তাঁহার অমৃতময় স্পর্শে সকল বেদনা শান্ত হইবে। তিনি ভিন্ন আর কেহ শান্তি দিতে পারে না। অন্য কোথাও আশ্রয় নাই। আমরা অনন্যগতি হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি অনন্ত শান্তি লইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশিত হউন।

আরাধনা

সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং

তুমি সত্যস্বরূপ, সংসারের সকল অনিত্যতার মধ্যে তুমি একমাত্র সত্য বস্তু, জীবনের সকল পরিবর্তন ও প্রলয়ের মধ্যে তুমি একমাত্র নিত্য আশ্রয়। মানুষ কত দুর্বল, কত ক্ষুদ্র, কত অসহায়! চারিদিকে দুর্দ্ধর্ষ শক্তিসকল প্রলয়গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। মহাসমুদ্রে তরঙ্গের মত কালের তরঙ্গ প্রতিনিয়ত আসিয়া জীবনের বেলাভূমিতে আঘাত করিতেছে। সে তরঙ্গে সকলই ভাসিয়া যায়; ইহার মধ্যে তুমি ভিন্ন আর আশ্রয় স্থান কোথায় আছে? জীবনের সকল পরিবর্তনের মধ্যে, সকল

মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্যে তুমি চির সত্য হইয়া চির সঙ্গী হইয়া রহিয়াছ। তোমার যে ইচ্ছাতে প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য উদয় হয় এবং সন্ধ্যাতে অস্ত যায়, তোমার যে নিয়মে অন্ধকারের পর আলোক আসে, তোমার যে বিধানে প্রতিদিন বিশ্ব নবজীবনে জাগিতেছে, হে সত্যস্বরূপ, আমাদের এই জীবন তোমার সেই ইচ্ছা সেই বিধানের মধ্যেই আছে।

আমাদের মোহাচ্ছন্ন চক্ষু তোমাকে দেখিতে পায় না বটে, আমরা আপনাকে অসহায় ভাবি, চারিদিকে অন্ধকার দেখি , কিন্তু তোমার ঐ জ্ঞানদৃষ্টি নিরন্তর আমাদের সঙ্গেই আছে। আমরা একাকী নই, অন্ধশক্তির নিরঙ্কুশ সংগ্রামের মধ্যেও নাই, আমরা তোমার জ্ঞানের ক্রোড়ে রহিয়াছি। তোমার জ্ঞান ঐ অসীম শূন্যে অগণ্য গ্রহনক্ষত্রকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে। তোমার জ্ঞানে বায়ু প্রবাহিত, তোমার জ্ঞানে নদী ধাবিত, তোমার জ্ঞান প্রতি অণুপরমাণুতে ফুটিয়া উঠিতেছে। তুমি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি জীবের সকল অভাব পূর্ণ করিতেছ, এখানে একটী তৃণাগ্রও বিনষ্ট হয় না, যাহার সংবাদ তুমি রাখ না। আমাদের এই জীবন তোমারই হস্তে আছে। আমরা দেখি আর না দেখি, স্বীকার করি আর না করি, হে জ্ঞানস্বরূপ, হে অন্তর্যামী সর্বসাক্ষী দেবতা, তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছ। জীবনে এমন কোন অন্ধকার আসিতে পারে না, যেখানে তোমার জ্ঞানচক্ষু বিদ্যমান নাই ; এমন দুর্দিন আসে না, যখন তুমি আলোক হইয়া হৃদয়াকাশ পূর্ণ করিয়া থাক না।

হে আমাদের চির আশ্রয়, চির আলোক, অনন্তজীবনের সঙ্গী, আমরা ক্ষুদ্র লইয়া ভুলিয়া থাকি, জীবনকে কত ছোট করিয়া ফেলি, এখানকার ক্ষুদ্র সুখ ও স্বার্থকে পরম সম্পদ মনে

করি, এখানকার কয়েকটী দিনকে জীবনের সকল মনে করি। কিন্তু তুমি আমাদের ক্ষুদ্রতার অন্তরালে মহান হইয়া বিদ্যমান থাক ; যে দিন ক্ষুদ্র যাহা, ক্ষণিক যাহা, তাহা ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হয়, তখন তুমি প্রকাশিত হইয়া সকল শূণ্যতা পূর্ণ কর। অনন্ত দেব, মানবজীবন ক্ষুদ্র নয়। এখানকার এই কয়েকবর্ষব্যাপী জীবন ইহাই সমুদয় নয়। তুমি আমাদের জন্য অনন্ত জীবন রাখিয়াছ, আমরা অনন্তের সন্তান। তোমার আবির্ভাবে মানবজীবন, মানবের গৃহ পরিবার ও সম্বন্ধ সকলই অমৃতময় হইয়াছে। তোমাতে যে সম্বন্ধ, তাহার অন্ত নাই, তাহা অনন্তকালের ; তাই মানবের প্রেম মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতরাজ্যে প্রসারিত হয়।

তুমি অমৃতস্বরূপ, শান্তির দেবতা। তোমার স্পর্শে সকল দুঃখ সকল বেদনা অপসারিত হয়। জগতের শ্রান্ত ভারাক্রান্ত নরনারী চিরদিন তোমার চরণছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছে। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তুমি ভিন্ন আর কে শান্তিধারা বর্ষণ করিতে পারে ? সাধুগণ তোমার নামে কি শান্তি, কি অমৃতই পাইয়াছিলেন ; তাঁহাদের নিকট মৃত্যু অমৃতের সোপান হইয়াছিল।

মঙ্গলময় দেবতা, জগতে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, শোক আছে, পাপ আছে ; কিন্তু এই সকলের উপরে তোমার করুণা আছে। সকলের মধ্যে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। তোমার করুণা কাহাকেও ত্যাগ করে না। তুমি সকলের একমাত্র আশ্রয়, সুখে যেমন দুঃখে তেমন, সম্পদে যেমন বিপদে তেমন, জীবনে যেমন মৃত্যুতে তেমন, ইহকালে যেমন পরকালে তেমন। হে আমাদের একমাত্র আশ্রয়, সকলের

একমাত্র গতি, একমাত্র অবলম্বন, আমরা সকলে তোমার চরণ ছায়াতেই আছি। তোমার চরণতলে সকল ব্যবধান ভাঙ্গিয়া যায়, সকল বিচ্ছেদের অবসাদ হয়। এখানে ইহকাল নাই, পরকাল নাই। আমরা ইহজীবনে যেমন তোমার কোলে আছি, যাঁহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও পরলোকে তেমন তোমারই আশ্রয়ে আছেন।

পবিত্রস্বরূপ দেবতা, পার্থিব জীবনের সকল মলিনতা ধৌত করিয়া তুমি তাঁহাদিগকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছ। এখানকার সকল দুঃখ বেদনা, সকল মলিনতা তোমার কল্যাণ হস্তে মুছাইয়া দিয়া তাঁহাদের আত্মাকে শান্তি ও পুণ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়াছ। হে পবিত্র, হে পূর্ণ, তোমার জগতে সত্য যাহা, পবিত্র যাহা, তাহার বিনাশ নাই। যাহা কিছু পার্থিব, যাহা কিছু ক্ষণিক, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে পূর্ণ শান্তিতে বিরাজ করিতেছে। হে পিতা, তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও; আমরা তোমার আলোকে অমৃতলোক দেখি, তোমার স্পর্শে সকল শোক অপসারিত করি। তুমি একমাত্র গতি, আশ্রয় ও অবলম্বন। তোমার শান্তিক্রোড়ে আমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়গুলি রক্ষা কর।

তৎপরে ধ্যান ও সমবেত প্রার্থনা

মাতার আত্মশ্রাদ্ধে সন্তানগণের প্রার্থনা

হে পরমপিতা অখিলমাতা, কয়েক দিন হইল আমাদের পূজনীয়া জননী তোমারই আহ্বানে এই দেহজীবন ত্যাগ করিয়া তোমার মঙ্গলক্রোড়ে চির আশ্রয় পাইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে এই সংসারে আমাদের পালন, রক্ষা ও শিক্ষার জন্য তোমার

প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত রাখিয়াছিলে। আমরা জন্মাবধি তাঁহারই কোলে থাকিয়া সংসারের আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তাঁহারই পক্ষপুটের অন্তরালে আশ্রয় পাইয়া সংসারের তাপ জানিতে পারি নাই, রোগ যাতনায় তাঁহারই বক্ষে আরাম লাভ করিয়াছি এবং তাঁহারই সাহায্যে জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের কল্যাণ ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না এবং আমাদের পরিচর্যা ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য ছিল না। আমাদিগকে সুস্থ, সুখী ও নিরাপদ রাখিবার জন্য যেমন তিনি কোন প্রকার শ্রমে বিমুখ হন নাই, তেমনি আমাদিগকে স্বাধীনভাবে জ্ঞান ও ধর্ম পথে চলিতে সাহায্য করিতে লোকনিন্দা ও সামাজিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণ্য করেন নাই।

হে প্রভু, আমাদের প্রতি তাঁহার আত্মবিস্মৃত গভীর বাৎসল্য, অবিশ্রান্ত সেবা ও সকল অবস্থায় অপরাজিত ধৈর্যের কথা স্মরণ করিয়া সেই অনুপম স্নেহরাশির মধ্যে আমরা তোমারই অপূর্ব করুণা দর্শন করিতেছি। তিনি তোমার অর্পিত ভার সমুচিত ভাবে বহন করিয়া কালক্রমে উচ্চতর লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি আমাদের গাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ঋণ কোন দিন শোধ হইবার নয়।

অদ্য তাঁহার অনাবিল অপার্থিব স্নেহরাশি স্মরণ করিয়া তাহার অন্তরালে আমরা তোমার অপূর্ব স্নেহ দর্শন করিতেছি এবং জননীর জননী যে তুমি, তোমার চরণে প্রণত হইতেছি। তুমি তাঁহার পবিত্র আত্মাকে তোমার পুণ্যময় সহবাসে অনন্তকাল রক্ষা কর এবং তাঁহার মর্ত্যধামবাসী সন্তানদিগকে তাঁহার ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ ও নিঃস্বার্থ জীবন লাভ করিতে উদ্দীপ্ত কর। তুমি আশীর্বাদ কর, আমরা যেন সেই মাতৃস্নেহ চিরদিন স্মরণে রাখিও:

তাঁহার প্রতি গাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি চিরদিন আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল রাখি। তোমার নিকটে এই আমাদের প্রার্থনা।

আচার্যের প্রার্থনা

হে পিতা, হে আমাদের চিরদিনের অবলম্বন, এই সংসার সাগরে তুমি ভিন্ন আর কে আমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারে? আমরা সংসারের ক্ষুদ্র বস্তু লইয়া ডুবিয়া থাকি; যখন কালের স্রোতে এক মুহূর্তে তাহা ভাসিয়া যায়, তখন আমরা আপনাদিগকে একেবারে অসহায় দেখি। যখন পৃথিবীর আলোক নিভিয়া যায়, যখন জীবন অন্ধকারময় হইয়া পড়ে, তখন তুমি ভিন্ন আর কে অনন্তকালের আলোক দেখাইতে পারে?

হে নিত্য, এই যে শোকের ঘন অন্ধকার এই গৃহকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, আমরা ইহার মধ্যে পথ দেখিতে পাইতেছি না, আমাদের দুর্বল হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুমি এখন প্রকাশিত হও, আমরা তোমার শান্তিপ্রদ চরণে শোকসন্তপ্ত হৃদয় রাখি। হে পিতা, এ সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহ সান্ত্বনার বাণী শুনাইতে পারে না। ভগ্ন হৃদয় এখন নীরবে তোমার নিকটে শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে। তোমার যে অভয় চরণে জগতের শোকার্তেরা চিরদিন আশ্রয় পাইয়াছে, আমরা তোমার সেই চরণে শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি তোমার অমৃতস্পর্শে আমাদের সকল বেদনা দূর করিয়া দাও।

যিনি এই গৃহের আশ্রয় ও অবলম্বন ছিলেন, যাঁহাকে তুমি এই বংশের কুললক্ষ্মীরূপে স্থাপন করিয়াছিলে, যিনি এই গৃহের জননীরূপে নিত্য কল্যাণ বিতরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই সর্বমঙ্গলারূপিনী নারী তোমার আহ্বানে অমরলোকে স্থান প্রাপ্ত

হইয়াছেন। এখানকার সকল দুঃখ, তাপ, অপূর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া তিনি তোমার শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে নব জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন; তুমি তাঁহাকে জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে ভূষিত করিয়া মানবাত্মার সার্থকতার পথে লইয়া যাও। তাঁহার অন্তরের যে সকল আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীতে পূর্ণ হয় নাই, তাহা তোমার স্পর্শে পরলোকে পূর্ণ হউক। আর যে সকল শোকভগ্ন বেদনাহত প্রাণ এ জগতে পড়িয়া রহিল, হে অমৃতস্বরূপ, তুমি তাহাদের সান্ত্বনা দাও, শান্তি দাও।

হে পিতা, আজ চারিদিক অন্ধকার, কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই। এই গাঢ় অন্ধকারে তুমি আমাদের হস্ত ধারণ কর, তোমার আলোক প্রকাশিত কর। পৃথিবীর এই শূন্যতার মধ্যে তুমি পরম আশ্রয় হও। আমরা নীরবে তোমার ক্রোড়ে আমাদের তাপিত মস্তক রাখি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যিনি এই গৃহের জননী ছিলেন এবং এই পরিবারের দুর্বহ ভার সুখ দুঃখ সকল অবস্থায় সানন্দে ও অপরাজিত চিত্তে বহন করিয়া কালপ্রাপ্তে উচ্চতর লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন, সেই সতী সাধ্বী জননীর পবিত্র স্মৃতি সন্তানগণের হৃদয়ে নিত্য বাস করুক।

যিনি গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন এবং অকপট প্রীতি, অতুলনীয় স্নেহ, অপরাজিত বাৎসল্য ও অপরিসীম ধৈর্যে সকলকে পালন করিতেন, পতি ও সন্তানগণের সেবাই যাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ ছিল, সেই গৃহলক্ষ্মীর স্মৃতি সন্তানগণের হৃদয়ে চিরদিন উজ্জ্বল থাকুক।

যিনি এই গৃহের কল্যাণরূপিনী ছিলেন, শ্রম ও ত্যাগশীলতা, মিতাচার ও সন্তোষ যাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা যাঁহার জীবনের উপদেশ, ধর্মের মূলসূত্রে যাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, যাঁহার হৃদয়ের প্রীতি সর্বজীবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, পুণ্য ও পবিত্রতার আদর্শে যিনি উচ্চ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার জীবনের শিক্ষা সন্তানগণের চরিত্রে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করুক।

আমরা তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করি, তাঁহার জীবনের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করি, অদ্য সবান্ধবে তাঁহার আত্মার অনন্ত কল্যাণ কামনা করি। তাঁহার স্মৃতির পবিত্র সৌরভ এই পরিবারে চিরদিন ব্যাপ্ত থাকুক।

অদ্য হইতে তাঁহার নাম এই বংশের স্বর্গগতা কুললক্ষ্মীদের মধ্যে কীর্তিত হউক। যে সতীলোক সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী, অনসূয়া প্রভৃতি দেবীগণের অধিষ্ঠানে উজ্জ্বল, তথায় তিনি স্থান প্রাপ্ত হউন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পতির আদ্যশ্রাদ্ধ উপাসনাপদ্ধতি

উদ্বোধন

মহাভারতে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। পাণ্ডবেরা যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দিন কাম্যবনে দ্রৌপদী তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া জল চাহিলেন। প্রথমে সহদেব পরে নকুল, অর্জুন, এবং ভীম জল অন্বেষণে বাহির হইলেন; তাঁহাদের কাহাকেও ফিরিতে না দেখিয়া অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং বাহির হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে অনতিদূরে এক স্বচ্ছসলিল সরোবরতীরে উপনীত হইলেন। সরোবর দর্শনে যুধিষ্ঠির অতিমাত্র হৃষ্ট ও ব্যাকুল মনে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। জলের সন্নিহিত হইবামাত্র তীরস্থ বৃক্ষ হইতে এক বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মনুষ্যভাষায় কহিল "হে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, আপনি জল গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, কিন্তু তাহার পূর্বে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, নতুবা আপনি জল লইতে পারিবেন না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আপনি প্রশ্ন করুন, আমি যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।" বক ধর্মপুত্রকে প্রশ্ন করিল, "পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কি?" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন, "প্রতিদিন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে লক্ষ লক্ষ প্রাণী মৃত হইতেছে তথাপি আমাদের জ্ঞান হয় না যে আমাদেরও মরিতে হইবে, ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য।"

বাস্তবিকই ইহা এক অতি আশ্চর্য কথা। আমরা যে এক দিন মরিব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখানে অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের প্রায় সমুদয় অবস্থাতেই অন্য প্রকার হইবার সম্ভাবনা আছে; আমরা ধনী হইতে পারি, নাও হইতে

পারি ; আমাদের পুত্রকন্যা বন্ধুবান্ধব থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে ; এইরূপ সকল অবস্থাতেই অন্য প্রকার হইতে পারে। বলিতে পারি, ইহা সম্ভব, উহা অসম্ভব ; কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে সে কথা খাটে না ; বলিতে পারি না, মরিতেও পারি, নাও মরিতে পারি। এখানে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, যে মৃত্যু নিশ্চিত। অথচ আমরা জগতে এমন ভাবে দিন কাটাই, যে আমাদিগকে দেখিয়া মনে হয় না যে, আমরা মৃত্যুর নিত্যতা অনুভব করিয়াছি।

সকলকেই যাইতে হইবে, আমরা কেহই চিরদিন থাকিতে আসি নাই। মৃত্যুকে কেন আমরা ভীত নয়নে দেখিব? মৃত্যু আমাদের জীবনের অবশ্যম্ভাবী পূর্ণতা। এই সংসারের অনিত্য ঘটনার মধ্যে মৃত্যু চির নিত্য ও চির সত্য। আমরা অনিত্য লইয়া ভুলিয়া থাকি, মৃত্যু আমাদিগকে নিত্য রাজ্যে লইয়া যায়। মৃত্যু আছে বলিয়াই আমাদের জীবন গম্ভীর ও সত্যপূর্ণ হয়। মৃত্যু আমাদের জীবনকে সত্যতাতে পূর্ণ করিয়া দেয়। মৃত্যু না থাকিলে এ জীবন নিতান্ত লঘু ও ক্রীড়ার সামগ্রীর মত হইত। আমরা সকলে অমৃতধামের যাত্রী, পথে খেলার বস্তু লইয়া ভুলিয়া থাকি। বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে লক্ষ লক্ষ প্রাণী অমৃতধামে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না।

শোকের মধ্যে, মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে আমরা অমৃতধাম দেখিব, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতময় পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিব। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া আমরা নিত্যপুরুষের অন্বেষণ করিব।

পত্নীর প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর, তোমার বিধান আমরা বুঝিতে পারি না। আজ কিছু কাল অতীত হইল, আমার পতি এই দেহজগত

ত্যাগ করিয়া তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে চির আশ্রয় পাইয়াছেন। আমি পতিহীন ও অসহায় হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি তাঁহাকে আমার জীবনের সহায় ও সঙ্গীরূপে দিয়াছিলে, তাঁহার সহায়তা পাইয়া আমি আপনাকে কত সবল বোধ করিতেছিলাম। হঠাৎ জীবনপথের সেই সঙ্গীকে হারাইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি, এই সংসার সমুদ্রের আবর্তে সহসা নিক্ষিপ্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। এই সঙ্কটে তুমি আমার সহায় হও। তোমার চরণছায়ায় আমায় আশ্রয় প্রদান কর, আমি যেন তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি। তুমি আশীর্বাদ কর, যেন এই শোক আমাকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া আমাকে পরলোকগত আত্মার সহিত ও তোমার চরণে আরও দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ করে। জীবনের এই নূতন পথে তুমি আমার অবলম্বন হও।

অথবা

হে বিশ্ববিধাতা, তুমি তোমার এই কন্যাকে যাঁহার সহিত মিলিত করিয়াছিলে, আজ তাঁহাকে হারাইয়া জীবন শূন্য বোধ করিতেছি। দুর্বলতার মুহূর্তে যাঁহার উৎসাহপূর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সবল হইতাম, সকল সঙ্কটের মধ্যে যাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য পাইয়া সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইতাম, জীবনের সকল কর্তব্য পালনে যাঁহার উৎসাহ দ্বারা উৎসাহিত হইতাম, আজ সেই জীবনপথের বন্ধুকে হারাইয়া আপনাকে বড় একাকিনী বোধ করিতেছি। তোমার বিশ্বস্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, কর্তব্যপরায়ণ বীরের ন্যায় তিনি নিজ কর্তব্যভার বহন করিয়া চলিয়া গেলেন; আমি সেই ভার এই দুর্বল স্কন্ধে তুলিতে গিয়া

ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। আমি উভয়ের ভার একাকিনী কিরূপে বহন করিব ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। তুমি এই সঙ্কটে আমার সহায় হও। আমার গৃহের আলোক নিবাইয়া যদি অন্ধকার করিলে, তবে এই অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাকে ছাড়িয়া থাকিও না। তুমি আমার ভয়বিহ্বল ও শোকসন্তপ্ত আত্মাকে তোমার ক্রোড়ে রক্ষা কর। আমি যেন তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া এ জীবনে চলিতে পারি। যে উৎসাহ, যে উদ্যম, যে নির্ভীকতা, কর্তব্য-সাধনে যে দৃঢ়তা, যে পরদুঃখকাতরতা তাঁহাতে দেখিয়াছি, তাহা যেন আমার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত না হয়। জীবনে কত বার তিনি আমাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়াছেন, এখন তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রের স্মৃতি আমাকে স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করুক। এ সংসারে আর যতদিন বাস করি, যেন তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার ন্যস্ত ভার সমুচিতরূপে বহন করিতে পারি। তুমি তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে সুখ শান্তিতে রক্ষা কর এবং আমাদের শোকার্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান কর।

সন্তানগণের প্রার্থনা

হে পিতার পিতা, মাতার মাতা, পরমেশ্বর, যে পিতা তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া এত দিন আমাদিগকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন, তিনি তোমার ইচ্ছাতে ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে আশ্রয় লইয়াছেন। আমরা পিতৃহীন হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমরা ভয় ও বিপদে তাঁহারই বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে থাকিয়া নির্ভয় হইতাম, জীবনের কর্তব্যপালনে তাঁহারই আদেশ ও উপদেশ পাইয়া পথ দেখিতাম; আজ তাঁহার অভাবে আমরা পিতা, শিক্ষক ও গুরু

সকলই হারাইয়াছি। তুমি এই বিপদে আমাদের সহায় হও। শোকে আচ্ছন্ন ও চিন্তাভারে অবসন্ন জননীকে তুমি এই সময়ে রক্ষা কর। তাঁহার অন্তরে সান্ত্বনা প্রেরণ কর। আমরা যেন আমাদের প্রেমে তাঁহাকে সবল করিতে এবং যথাসাধ্য তাঁহার স্কন্ধের গুরু ভারের অংশ লইয়া সেই ভার কিছুপরিমাণে লঘু করিতে পারি।

আমাদের পিতার সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, পরদুঃখকাতরতা, বিশ্বাস ও ভক্তির স্মৃতি আমাদের অন্তরে যেন চিরদিন জাগ্রত থাকে এবং তাহা যেন আমাদিগকে জীবনের সকল পাপ ও প্রলোভন হইতে রক্ষা করে। তিনি যেমন স্বাবলম্বন গুণে এই জগতে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে তোমার সেবা করিয়াছিলেন, আমরাও যেন তাহাই হইতে পারি। তুমি তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে তোমার মঙ্গলক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার ফল প্রদান কর এবং আমাদের শোক-সন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা প্রদান কর। তোমার চরণে এই প্রার্থনা।

আচার্যের প্রার্থনা

হে সত্যস্বরূপ, তুমি ত পরম সত্য, কিন্তু আমরা সংসারের কোলাহলে, প্রতি দিনের শত ক্ষুদ্র চিন্তায়, জীবনসংগ্রামের নানা উত্তেজনায় তোমাকে ভুলিয়াই থাকি। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখ, স্বার্থ, কলহ, বিবাদ, এই সকলই আমাদের সমগ্র মন, সমস্ত চিন্তা ও শক্তি অধিকার করে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ছায়ার মত সময়ে সময়ে আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হয়। হে পিতা, কিন্তু তুমি চির স্থির, ধীর, নিত্য ও বিকাররহিত সত্তা হইয়া চির বিরাজিত থাক। যে দিন শোকের দারুণ আঘাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, যখন সংসারের গৃহ শূন্য পড়িয়া থাকে, সে দিন

বুঝিতে পারি, তুমিই কেবল একমাত্র সত্য, সেইদিন বুঝি এখানে আমাদের চির বাসগৃহ নহে। যে দিন মৃত্যু আসিয়া অমৃতধামের আহ্বান উচ্চ রবে ঘোষণা করিয়া যায়, সেদিন আমাদের নিদ্রিত আত্মার চেতনা হয়।

হে পিতা, তুমি আজ উজ্জ্বল হইয়া আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আজ পরলোকের দ্বার উন্মুক্ত কর, আজ তোমার অমৃতলোকের স্থির স্নিগ্ধ কিরণে আমাদের হৃদয় আলোকিত কর; আজ ভূলোক দ্যুলোক, ইহকাল পরকাল তোমার আবির্ভাবে পূর্ণ দেখি, আজ তোমাকে জীবন মরণের অধীশ্বর বলিয়া দেখি। শোকের গাঢ় অন্ধকারে তোমার স্থির জ্যোতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হউক। আমরা এখানে যেমন তোমার চরণছায়ায় রহিয়াছি, পরলোকগত আত্মাসকলও তেমনি তোমার চরণতলে স্থান পাইয়াছেন। তুমি আজ উজ্জ্বল সত্যরূপে হৃদয়ে বিরাজ কর; চারিদিকে বড় অন্ধকার, পথ যে দেখিতে পাই না।

হে পিতা, হে নিত্যপুরুষ, একি আশ্চর্য! আমরা দেখিতেছি, আমাদের সম্মুখে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ প্রাণী মৃত্যুর পরপারে চলিয়া যাইতেছে, তবুও আমাদের জ্ঞান হয় না যে আমাদেরও যাইতে হইবে। তুমি কি মোহে আমাদের চক্ষু আবরণ করিয়া রাখিয়াছ! হে পিতা, মৃত্যু অপেক্ষা সত্য ত আর কিছুই নাই। আর সকলেরই অনিশ্চয়তা আছে, আর সকল সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যে ইহা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর সম্বন্ধে তাহা খাটে না, সেখানে একই পথ। আমাদের সকলকেই যাইতে হইবে।

হে পিতা, তুমি মৃত্যুকে আমাদের নিকট পরিচিত কর। মৃত্যু আমাদের জীবনকে সত্যেতে পূর্ণ করুক। আমরা মৃত্যুর

পরপারে অমৃতময় রাজ্য দর্শন করি। হে প্রভু, আমরা যেন সংসারাসক্তিতে ডুবিয়া না থাকি, সংসারকে যেন আমাদের চির বাসস্থান বলিয়া মনে না করি। তোমার চরণে যে আমাদের নিত্য বাসস্থান, তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। হে পিতা, যাঁহারা অগ্রে গিয়াছেন, তাঁহারা তোমারই চরণে স্থান পাইয়াছেন ; সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট, সকল অভাব ও সকল বেদনার অবসানে তোমার শান্তিপ্রদ চরণে তাঁহারা সুখে বাস করিতেছেন। আজ তোমার আনন্দরূপ ও শান্তিরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হউক, সেই আনন্দের সেই শান্তির কণা প্রাপ্ত হইয়া আমরা পরম শান্তিলাভ করিব।

অথবা

হে কল্যাণবিধাতা, শোকার্ত হৃদয়ের প্রার্থনা তোমার চরণে উত্থিত হইতেছে। তুমি এই শোকের মধ্যে সান্ত্বনা প্রেরণ কর। আশীর্বাদ কর, যেন এই শোক আমাদের শোকার্ত হৃদয়ের কল্যাণের কারণ হয় ; যেন ইহা হৃদয়কে সকল পার্থিব ক্ষুদ্রতা হইতে উন্মুক্ত করিয়া তোমার দিকে উত্থিত করে। আর সেই পরলোকগত আত্মা, যাঁহার স্মরণে আজ অনেক নেত্রে জলধারা বহিতেছে, তাঁহাকে রোগ শোকের অতীত স্থানে রাখিয়া বিমল শান্তি প্রদান কর। সেই শান্তিবারি সকলের প্রাণে বর্ষণ কর, যাহাতে সকলই মধুময় হয়। বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক, নদ নদী মধুক্ষরণ করুক, চরাচর মধুময় হউক, তোমার পবিত্র নামের মধু শোকার্ত হৃদয়কে অভিষিক্ত করিয়া স্নিগ্ধ করুক।

পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধে উপাসনাপদ্ধতি

উদ্বোধন

এই রহস্যময় জগতের আমরা কত সামান্যই বুঝি। আমরা যে কোন বিষয়ে চিন্তা করি, সেখানেই অসীম রহস্যের সম্মুখে আসিয়া পড়ি। এই মুহূর্তেই কত স্থানে কত ঘটনা হইয়া যাইতেছে, এই প্রাতঃকালে কত শোকভগ্ন হৃদয় হইতে শোকের গাঢ় শ্বাস উত্থিত হইতেছে, কত গৃহে শোক ও বিষাদের কালিমা গাঢ় হইতেছে, আবার কত গৃহে আনন্দের রোল উঠিতেছে। এখানে কত দুঃখ, কত দারিদ্র্য, কত বেদনা, কত শোক, আবার কত সুখ, কত আনন্দ, কত হর্ষ! ইহার অর্থ কি? এত আনন্দই বা কেন, আবার এত দুঃখই বা কেন?

ইহা অতি গভীর রহস্য। ইহার মর্ম আমরা সামান্যই বুঝি, এখানকার অনেক কথাই আমরা জানি না; হয় ত জানিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই তাহা জানি না। তবে যে একেবারে কিছু বুঝি না, তাহাও নহে; অন্ধকারের মধ্যে আমরা আলোকই দেখিতে পাই এবং যতটুকু দেখিতে পাই, তাহাই যথেষ্ট। প্রকৃত কথা এই, এখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ নাই; এখানে সুখ আছে, দুঃখও আছে, আনন্দ আছে এবং বিষাদও আছে।

আর এক কথা। জীবনে সুখও আছে, দুঃখও আছে, কিন্তু ইহার কোনটীই জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহে। জীবনের উদ্দেশ্য অন্য; সুখ ও দুঃখ তাহার বাহিরের বস্তু। সুখ দুঃখের জন্য জীবন নহে, সুখ ও দুঃখ জীবনের আনুষঙ্গিক সহচর মাত্র। মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মার সত্য প্রকাশ। আমাদের জীবনে যাহা কিছু ঘটে, সে সমুদয়ের মূল্য সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের

সাধনা দ্বারা নিরূপিত হইবে। কিসে কত সুখ হয়, কিসে কত দুঃখ হয়, তাহা দ্বারা ঘটনাসকলের মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা পরিমাণ করা যায় না। ক্ষণিক সুখ বা স্বার্থের জন্য এ জীবন নহে, ইহার এক অনন্তমুখীন লক্ষ্য আছে। অনন্তের পরিমাণে ইহার পরিমাণ, অনন্তের মূল্যে ইহার মূল্য। জীবনের সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য সুখ ও দুঃখ উভয়েরই সমান প্রয়োজন; বরং ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, দুঃখেরই অধিক প্রয়োজন।

আমাদের গৃহে যে সকল ঘটনা ঘটে, সম্পদ বিপদ, আনন্দ বিষাদ, জীবন মৃত্যু, এই সকলই জীবনের সেই মুখ্য লক্ষ্য সাধনের সহায়তার জন্য। আমাদের গৃহে যে আনন্দের প্রকাশ হয়, তাহা আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য বিধাতার ব্যবস্থা। সেইরূপ আমাদের হৃদয় অন্ধকার করিয়া আমাদের প্রিয়জন যখন পরলোকে গমন করেন, তাহাও আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবানের বিধান। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মাপ দিয়া আমাদের ঐহিক সুখ দুঃখ দিয়া সকল ঘটনাকে পরিমাণ করিতে যাই বলিয়া ঈশ্বরের বিধান অনেক সময় বুঝি না। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র পরিমাণ দ্বারা জীবনের পরিমাণ নয়।

জীবনের আর এক পরিমাণ আছে, সে মাপে দুঃখ, বেদনা ও মৃত্যু অমঙ্গল নয়। দুঃখে মানবজীবনের পরিণতি ও পূর্ণতা। আমরা দুঃখকে ভয় করি, মৃত্যুকে অমঙ্গল মনে করি বটে; কিন্তু যখন মৃত্যুর দূত আসে, সে তাহার সঙ্গে এমন এক শান্তির সংবাদ লইয়া আসে, পূর্বে আমরা যাহার সন্ধান পাই নাই। সাধুরা বলিয়াছেন শোকার্তেরা ধন্য; তাহা বাস্তবিক অতি সত্য কথা। শোকে অনেক সময়ে মানবাত্মাকে অতি পবিত্র, মহৎ ও উন্নত করে। মৃত্যুতে জীবনের পূর্ণতা।

আমাদের চক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুর সেই অমৃতমূর্তি প্রকাশিত হউক। ঈশ্বর যখন অন্তরে শোকাগ্নি প্রজ্জলিত করিলেন, তখন তাহার আলোকে অন্তরে তাঁহার শান্তি ও সান্নিধ্য প্রকাশিত হউক। মৃত্যুর আঘাতে হৃদয়ে তাঁহার কল্যাণস্পর্শ অনুভূত হউক। মৃত্যু যে স্থান শূন্য করিয়াছে, অনাদিদেব তাহা পূর্ণ করুন। যে গৃহ অন্ধকার হইয়াছে, তাহা তাঁহার আলোকে জ্যোতিষ্মান হউক ; যে চিত্ত শোকের দারুণ প্রহারে কাতর হইয়াছে, তাহাতে বিশ্ববিধাতার আসন, অমৃতস্বরূপের আসন প্রতিষ্ঠিত হউক।

তৎপরে আরাধনা ও সমবেত প্রার্থনা

পতির প্রার্থনা

হে করুণাময় বিধাতা, যিনি আসিয়া আমাদের গৃহকে আপনার গৃহ ও আমাদের পরিবারকে আপনার প্রিয় করিয়াছিলেন, যাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি, আড়ম্বরশূন্য সাধুতা ও হৃদয়ের পবিত্রতা সকলকে প্রীত ও মুগ্ধ করিত, তোমার সেই কন্যার বিয়োগে কাতর হইয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তাঁহার প্রাণে কত আকাঙ্ক্ষা ছিল যাহা পূর্ণ হইল না, তোমার সেবা করিবার বাসনা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইল না। তুমি তাঁহাকে এ জগতের সমুদয় দুঃখ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া অমরধামে লইয়া গিয়াছ ; তোমার নিকট এই প্রার্থনা, যে তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে সুখ ও শান্তিতে রক্ষা কর এবং আমাকে এই আশীর্বাদ কর, যেন তাঁহার জীবনের পবিত্রতা, মধুরতা ও অপরাজিত ধৈর্য তাঁহার গুণাবলী, স্মৃতিতে রাখিয়া জীবনের কর্তব্য সাধন করিতে পারি, তুমি আমার সহায় হও। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যে নারী এই গৃহে আগমন ও বাস করিয়া পরিবার পরিজন সকলকে সুখী ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেই গৃহলক্ষ্মীর পবিত্র স্মৃতি সকলের হৃদয়ে চিরদিন বাস করুক।

যিনি এই গৃহের জ্যোতিঃস্বরূপা ছিলেন এবং বিমল আত্মবিস্মৃত প্রেমে সকলের সেবায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি এই গৃহে উজ্জ্বল থাকুক।

যিনি গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন এবং হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা, অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধার দ্বারা সকলকে তৃপ্ত, মুগ্ধ, প্রীত ও আকৃষ্ট করিতেন, তাঁহার স্মৃতি আমাদের প্রীতিকে বর্দ্ধিত করুক।

যাঁহার হৃদয় বিমল প্রেম ও পবিত্রতার আধার ছিল, সাধুতার আচরণেই যিনি তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন, তাঁহার জীবনের শিক্ষা আমাদের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করুক।

যিনি কিছু দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়া পুষ্পের মত নীরবে নিভৃতে হৃদয়ের সৌন্দর্য ও সৌরভ বিস্তার করিয়া তাহারই মত ঝরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অপ্রতিম শোভা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত থাকুক।

আমরা তাঁহার গুণরাশি স্মরণ করি, তাঁহার জীবনের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করি, সবান্ধবে তাঁহার আত্মার অনন্ত কল্যাণ কামনা করি, তাঁহার পবিত্র জীবনের স্মৃতি অমূল্য নিধির ন্যায় আমাদের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে সযত্নে রক্ষা করি।

অদ্য হইতে ইঁহার নাম এই বংশের কুললক্ষ্মীগণের মধ্যে কীর্ত্তিত হউক। ইনি এই বংশের স্বর্গগতা দেবীগণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হউন।

আচার্যের প্রার্থনা

হে সত্যস্বরূপ, তুমিই সত্য, কিন্তু আমরা সংসারের কোলাহলে প্রতিদিনের শত ক্ষুদ্র চিন্তায় জীবন সংগ্রামের নানা উত্তেজনায় তোমাকে ভুলিয়া থাকি। দিন চলিয়া যায়, পৃথিবীর ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থ কলহ বিবাদ এই সকলই আমাদের সমগ্র মন সমস্ত চিন্তা ও শক্তি অধিকার করে; আধ্যাত্মিক ভাব ছায়ার মত সময়ে সময়ে আমাদের চিত্তে প্রকাশিত হয়। হে পিতা, তুমি চির স্থির ধীর, নিত্য ও নির্বিকার সত্তা হইয়া চির বিরাজিত আছ। যে দিন শোকের দারুণ আঘাতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, যখন সংসারের গৃহ শূন্য পড়িয়া থাকে, সেই দিন বুঝিতে পারি, তুমিই কেবল একমাত্র সত্য ও সান্ত্বনা। সেইদিন বুঝিতে পারি পৃথিবীর ক্ষণভঙ্গুর জগত আমাদের চির বাসগৃহ নহে।

হে পিতা, তুমি আজ উজ্জ্বল হইয়া আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আজ পরলোকের দ্বার উন্মুক্ত কর, আজ তোমার অনন্ত অমৃতলোকের স্থির শুভ্র স্নিগ্ধ আলোক আমাদের নয়নের সম্মুখে প্রকাশিত কর। আজ ভূলোক দ্যুলোক ইহলোক পরলোক তোমার আবির্ভাবে পূর্ণ দেখি; আজ তোমাকে জীবন মরণের অধীশ্বর বলিয়া দেখি। শোকের গাঢ় অন্ধকারে তোমার স্থির জ্যোতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হউক। আমরা এখানে যেমন তোমার চরণছায়ায় রহিয়াছি, পরলোকগত আত্মাসকলও তেমনি তোমার চরণতলে স্থান পাইয়াছেন তাহা আমাদের বুঝিতে দাও। তুমি আজ উজ্জ্বল সত্যরূপে হৃদয়ে হৃদয়ে প্রকাশিত হও।

যৌবনপ্রাপ্ত পুত্র বা কন্যার আদ্যশ্রাদ্ধপদ্ধতি

উদ্বোধন

এই জগৎ রহস্যময়। মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও চিন্তা পরাস্ত করিয়া প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটিতেছে, যাহা দেখিয়া এই জগৎ ও মানবজীবন গভীর প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। এখানে মানবের বুদ্ধি কত সময়েই কূল পাইতেছে না। এমন সকল ঘটনা ঘটিতেছে, আমরা যাহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। আমরা যাহাদের থাকা প্রয়োজন মনে করি, তাহারা চলিয়া যায়; আবার কত সময় যাহারা গেলে ভাল হয় মনে করি, তাহারা পড়িয়া থাকে। যাহারা সৎ, মহৎ, পবিত্র, যাহাদের জীবনে জগতের কত কল্যাণ মনে হয়, অনেক সময়ে দেখি তাহারাই আগে চলিয়া যায়। এখানে কত সময়ে দেখি, যাঁহাদের জীবনের প্রয়োজন আছে, তাহারা চলিয়া যান। যাঁহারা সাধুপ্রকৃতি, তাহারা অত্যাচার উৎপীড়ন ভোগ করেন, যাঁহারা পরের জন্য সর্বস্ব দেন, তাঁহারা উপেক্ষা ও লাঞ্ছনা সহ্য করেন।

সকল দেশের সকল কালের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই রহস্য অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু ইহার কোন যুক্তি দেন নাই। তাঁহাদের নিকট ইহা কিছুই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় নাই; দুঃখ বেদনা ও মৃত্যুকেই যেন তাঁহারা জীবনের পূর্ণতা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কবিরা উদ্দেশে যে সত্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, সাধুরা স্পষ্ট করিয়া তাহা বলিয়াছেন। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "শোকার্তেরা ধন্য, কারণ তাঁহারা শাশ্বত শান্তি পাইবেন।" তিনি বলিলেন, "যে আপনাকে বাঁচায় সেই মরে, কিন্তু যে মরে, সে জীবন পায়।"

যাহারা ভাল, তাহাদের কেন কষ্ট, তাহারা কেন শীঘ্র চলিয়া যায়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ বোধ হয় এই যে, এখানে থাকিয়া আত্মার যতটা পূর্ণতা লাভ করিবার ছিল, ততটুকু হইয়া গিয়াছে ; তাই সৎ যে, সে চলিয়া গেল। কতকগুলি বৎসর এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের মূল্য বৎসর গণিয়া হয় না। জীবনের লক্ষ্য পূর্ণতা। সুখ দুঃখ, জীবন ও মৃত্যু সকলেরই উদ্দেশ্য, সেই পূর্ণতা। আমরা সুখ দুঃখের পরিমাণ দ্বারা আমাদের জীবনকে পরিমাণ করিব না, মৃত্যুকেও ক্ষুদ্রভাবে দেখিব না।

এই যে আমাদের গৃহে মৃত্যুর দূত আগমন করিয়াছে, ইহার মধ্যে ভগবানের হস্ত দেখি, শোকের এই ঘন তিমিরের মধ্যে তাঁহার অনন্ত দেশ হইতে যে আলোক আসিতেছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করি। আমাদের গৃহে তিনি যে অমর আত্মাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমাদেরই কল্যাণের জন্য ; আবার তিনি যে তাহাকে লইয়া গেলেন, তাহাও আত্মার মঙ্গলের জন্য। এখানে তাহার যত দিন থাকা প্রয়োজন ছিল, ততদিন সে আমাদের ছিল। এখন হয়ত বিধাতার চক্ষুতে তাহার কার্য এখানে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাই তিনি তাহাকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছেন। আমরা অভিযোগ করিব না। তিনি যদি এই শোকের গাঢ় অন্ধকারে আমাদের আবৃত করিয়াছেন, তবে ইহার ভিতরে তাঁহার অনন্ত রাজ্যের আলোক প্রদর্শন করুন। শোকার্তের সান্ত্বনা যিনি, অন্ধকারে আলোক যিনি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত যিনি, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই।

আরাধনা ও সমবেত প্রার্থনা

পিতার প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর, যে প্রিয়তম ধনকে কিছু দিন আমাদের কাছে রাখিয়াছিলে, এখন তুমি তাহাকে আপনার কাছে লইয়া গিয়াছ। তাহাকে আমাদের নিজস্ব ধন মনে করিয়াছিলাম, সে মোহ আমাদের ভাঙ্গিয়াছে। তুমি আমাদের বুঝিতে দিয়াছ সে তোমারই ধন, কিছুদিনের জন্য আমরা তাহার রক্ষক ছিলাম মাত্র। এ কথা বুঝিয়াও ভাল করিয়া বুঝি নাই, তাহারই জন্য এখন এত কষ্ট পাইতেছি। হে দেবতা, এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝাও। সন্তান যে আমাদের নহে তোমারই, ইহসংসারে যে আমরা কিছুদিনের জন্য তাহার রক্ষক ছিলাম মাত্র, ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে অঙ্কিত করিয়া দাও।

আমাদের সন্তান এত দিন নির্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র থাকিয়া পরিবারের সকলের প্রতি সকল কর্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া তোমার ধন তোমার কাছে চলিয়া গিয়াছে। হে জগদীশ, আমাদের অজ্ঞানতা বা ত্রুটিতে তাহার চরিত্রে যে কলুষ স্পর্শ করে নাই, তাহার জন্য বড় ধন্য বোধ করিতেছি। তোমার যে সন্তানকে তোমার নিকট হইতে পবিত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাকে সেইরূপই তোমার হাতে দিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেছি। এই সৌভাগ্য তোমার কৃপাতেই হইয়াছে ; এজন্য তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তুমি যে সকলের চির আশ্রয়, ইহা সে কিছু বুঝিতেও পারিয়াছিল, ইহা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা পাইতেছি। তাহার ভক্তি ও বিশ্বাস আরও বর্দ্ধিত কর। তাহার মন আরও প্রার্থনাশীল কর। তাহাকে তোমার প্রতি আরও অনুরক্ত কর, তাহাকে সর্বদা তোমার সহবাসের জন্য ব্যাকুল কর। বিদেহী ভক্ত পিতৃগণের

সঙ্গে তাহাকে নিরন্তর তোমার গুণকীর্তনে রত করিয়া ধন্য ও সার্থক কর।

তুমি পরম পিতা ও পরম মাতা, তুমি তাহাকে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমিই তাহাকে সকল প্রকার সান্ত্বনা বিধান করিবে, পরম স্নেহে রক্ষা করিবে, এই তোমার আশ্বাস বাণী। তাহার অন্তরের সকল দুঃখ দূর করিয়া সকল ক্ষোভ অপনীত করিয়া তোমার স্বর্গীয় সুখে তাহার অন্তর পূর্ণ কর এবং আমাদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে দাও যে, সে তোমার নির্মল সুখের অধিকারী হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া আমাদের হৃদয় শান্ত হউক। তুমি আমাদের এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ভ্রাতা ভগিনীর প্রার্থনা

আমাদের ভ্রাতা [ভগিনী] পরলোকে গমন করিয়াছেন। এক মহৎ, উন্নত এবং অপার্থিব সৌন্দর্যে ভূষিত আত্মা পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা গভীর অভাবের মধ্যে চিরদিনের মত পতিত হইলাম।

যিনি আমাদের হৃদয়ের আনন্দ ও প্রীতির অবলম্বন এবং জীবনের গৌরব ছিলেন, তিনি অমৃতের সোপানে আরোহণ করিলেন। আধ্যাত্মিক পরম সম্পদে ধনী এক আত্মা আমাদের পার্শ্ব হইতে পরলোকের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে চিরতরে বিলুপ্ত হইলেন। এ জগতে তাঁহার সৌম্য শান্ত কোমল ও মধুর মূর্তি আর দেখিতে পাইব না। পরম জননী তাঁহার যে অমৃতকোলে আমাদের সকলকে তুলিয়া লইবেন, সেই কোলে তিনি তাঁহাকে অগ্রে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে আমাদের দিয়াছিলেন, আবার বাহু প্রসারণ

করিয়া তাঁহাকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। যিনি তাঁহাকে আমাদের দিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে স্বীয় বাহুবেষ্টনের মধ্যে পুনরায় লইয়া গিয়াছেন।

আমাদের ভ্রাতা [ভগিনী] মৃত নহেন, তাঁহার আত্মা আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। আমাদের সকল উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, পরস্পরকে সুখী করিবার সকল প্রয়াসের মধ্যে, আমরা তাঁহার আত্মার স্পর্শ অনুভব করিতেছি। মৃত্যুর হস্তস্পর্শে সে সকল মুছিয়া যাইবে না।

যে সন্তান এই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিবার পরিজন সকলকে সুখী ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেই অনিন্দ্য জীবনের স্মৃতি আমাদের সকলের হৃদয়ে চিরদিন বাস করুক।

যিনি এই গৃহের জ্যোতিঃস্বরূপ ছিলেন এবং বিমল আত্মবিস্মৃত প্রেমে সকলের সেবায় আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি এই গৃহে উজ্জ্বল থাকুক।

যাঁহার হৃদয় ধর্মের উন্নত ভূমিতে সর্বদাই বাস করিত, যিনি সাধুগণের নির্দিষ্ট পথে স্বীয় জীবন পরিচালিত করিতে প্রয়াসী ছিলেন, তাঁহার জীবনের শিক্ষা আমাদের উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করুক।

যিনি সকল অবস্থায় জ্ঞানোন্নতি সাধনে মনোযোগী ছিলেন, তাঁহার জ্ঞানানুরাগের স্মৃতি আমাদিগকে উৎসাহিত করুক।

পরোপকার ও সাধুতার আচরণেই যিনি তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন, তাঁহার স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে সম্ভ্রম ও ভক্তির উদ্রেক করুক।

যিনি হৃদয়ের কোমলতা, পবিত্রতা, প্রীতি ও শ্রদ্ধার দ্বারা সকলকে তৃপ্ত, মুগ্ধ, প্রীত ও আকৃষ্ট করিতেন, তাঁহার স্মৃতি আমাদের প্রীতিকে বর্দ্ধিত করুক।

আমরা সেই তাঁহার গুণরাশি স্মরণ করি, তাঁহার জীবনের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করি, সকলে মিলিয়া তাঁহার আত্মার অনন্ত কল্যাণ কামনা করি, তাঁহার পবিত্র জীবনের স্মৃতি অমূল্য রত্নের ন্যায় আমাদের হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে সযত্নে রক্ষা করি।

তুমি আমাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সকলের অগ্রে পিতৃলোকে চলিয়া গেলে, হে কল্যাণীয়, তুমি আমাদের বিদায় অভিবাদন গ্রহণ কর।

তোমার নিকটে এতদিন যত অপরাধ করিয়াছি, যত রুক্ষ কথায় তোমার কোমল প্রাণ বিদ্ধ করিয়াছি, যত অযত্ন অনাদর ও উপেক্ষায় তোমার নয়নে অশ্রুর সঞ্চার করিয়াছি, অতি আপনার বলিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তোমার প্রাণে যত ব্যথা দিয়াছি, তাহার জন্য তোমার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি।

তোমার নিকট হইতে অনেক লইয়াছি, কিন্তু দিতে কত ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি যাহার যোগ্য ছিলে, সে সম্ভ্রম ও মর্যাদা তোমায় কোন দিন করি নাই এবং অন্তরে অন্তরে তোমায় যত গভীর ভালবাসিয়াছি, বাক্য ও আচরণে তাহাও প্রকাশ করি নাই।

তোমার আত্মা যাহা চাহিত, আমাদের পার্থিব ভালবাসা তোমার সেই সকল মহৎ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিতে পারে নাই, এই সকল অপরাধের জন্য তোমার নিকটে ক্ষমা চাহিতেছি; তুমি আমাদের ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

হে কল্যাণীয়, তুমি ইহা জান যে, তোমার প্রতি আমাদের যে ভালবাসা, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও বলীয়ান; সহস্র মেঘের অবিশ্রান্ত ধারা ইহার ঊর্দ্ধমুখী শিখাকে নির্বাণ করিতে পারে না, শত সিন্ধুর জলরাশি ইহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না।

প্রার্থনা

হে ইহপরলোকের প্রভু, আজ কৃপা করিয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আজ শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নের জলধারা তুমি দেখিতেছ। যিনি এই গৃহের প্রীতির আশ্রয় ও স্নেহের অবলম্বন

ছিলেন, তোমার আহ্বানে তিনি অমরলোকে স্থান পাইয়াছেন। তিনি তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে চিরতরে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে ভূষিত করিয়া সার্থকতার পথে লইয়া যাও।

তাঁহার এখানকার সমুদয় অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তোমার স্পর্শে পূর্ণ হউক। আর প্রাণের প্রিয়জন হারাইয়া যে সকল শোকভগ্ন প্রাণ এ জগতে পড়িয়া রহিল, হে অমৃত, তুমি তাহাদের সান্ত্বনা দাও, বল দাও, শান্তি দাও। হে পিতা, আজ আর কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই, চারিদিক অন্ধকার। এই অন্ধকারে তুমি আলোক হইয়া প্রকাশিত হও। পৃথিবীর এই শূন্যতার মধ্যে তুমি পরম আশ্রয় হও। আমরা তোমার চরণে আমাদের ব্যথিত মস্তক নীরবে রক্ষা করি।

আচার্যের প্রার্থনা

হে জীবনমরণের অধিপতি, হে সত্য দেবতা, আমরা তোমার চরণছায়ায় সমবেত হইয়াছি, তোমার শান্তিপ্রদ চরণে আমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয় রাখিতেছি। আমাদের যে স্নেহভাজন এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আত্মাকে তোমারই স্নেহ ক্রোড়ে অর্পণ করিতেছি। জীবনের উৎস তুমি, আমাদের জীবন তোমা হইতেই উদ্ভূত। তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ। তুমি আমাদের প্রত্যেককে আপন আপন কাজ দিয়াছ এবং এখানকার কাজ শেষ হইয়া গেলে আপনার ক্রোড়ে ডাকিয়া লইতেছ। জীবনে এবং মরণে আমরা সমভাবে তোমার চরণ ছায়ায় আছি।

মৃত্যুর অন্ধকারে তোমার প্রেম স্রোত ভবসমুদ্রের কূল

অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত। যে দিন আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, এখানকার কিছুই জানিতাম না, নিজেদের জন্য কোনও আয়োজনই করি নাই ; কিন্তু তোমার প্রেমই আমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। এ জীবনে যে প্রেম সকল ব্যবস্থা করিতেছিল, মরণের পরে যে নবজীবন, সেখানে কি সে প্রেম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে? তোমার যে মঙ্গল হস্ত এই পৃথিবীর নানা দুঃখ বিপদ সংগ্রামের মধ্যে এত দিন আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে, মৃত্যু আসিলে তাহা কি আমাদিগকে ত্যাগ করিবে? তোমার যে প্রেম আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, আজ কেমন করিয়া তাহাতে অবিশ্বাস করিব? ইহা আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে তোমার প্রেম আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না।

যাঁহাকে তুমি বহু গুণে মণ্ডিত করিয়া আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলে, সেই পিপাসু আত্মা তাঁহার ব্যাকুল জ্ঞানস্পৃহা ও তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রেম লইয়া এখানকার কার্য সমাপ্ত করিয়া তোমার আহ্বানে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা আমাদের মোহান্ধ দৃষ্টিতে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে তোমার এই বিধানের গূঢ় অর্থ দেখিতে পাইতেছি না ; আমাদের বুদ্ধি অনুসারে আমরা দীর্ঘতর আয়ু, পূর্ণতর শক্তি ও অধিকতর কার্য আশা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি অন্য রূপ ব্যবস্থা করিলে। হে মঙ্গলময়, তুমিই সকল কিছু জান ; তোমার আহ্বানেই তিনি তাঁহার এখানকার কার্যক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

হে পিতা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমরা আজ তোমাকে সেই জীবনের জন্য ধন্যবাদ করি। সেই অকলঙ্ক নির্মল নিঃস্বার্থ আত্মাকে যে তুমি আমাদের মধ্যে এত দিন রাখিয়াছিলে,

আমাদিগকে যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সুবিধা দিয়াছিলে, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। আজ প্রার্থনা করি যে, তোমার অপার করুণাগুণে সেই ব্যাকুল আত্মার সকল অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক। তোমার অমরলোকে তিনি দিন দিন জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হউন। আর আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি। সেই সত্যানুরাগ, সেই ব্যাকুলতা, সেই মানবপ্রীতি আমাদের হৃদয়কে অধিকার করুক। তাঁহার জীবনের শিক্ষা আমাদের মধ্যে অক্ষয় হউক এবং তাঁহার স্মৃতি আমাদের অন্তরে চিরনবীন হইয়া বিরাজ করুক।

সুকৌশলী সারথির চালিত রথের আরোহিগণ যেমন নূতন নূতন দেশে গমন করেন, তেমনই তাঁহার জীবন নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া অধিক স্থায়ী ও অধিক নবীন হউক। এ জীবন হইতে যে চ্যুত হয়, সে আরও জীবন পায়; বিনাশ দূরে পলায়ন করিয়াছে।

হে প্রভু, তোমার আবির্ভাবের পবিত্র সন্নিধানে ইহাকে রক্ষা কর। তোমাকে লাভ করিবার গভীর আনন্দ ইহার সমুদয় তাপ হরণ করুক। তোমার জ্যোতিঃ ইঁহার আত্মাকে আলোকিত করুক। তুমি ইঁহাকে সত্য দাও, অমৃত দাও।

অসত্য হইতে ইঁহাকে সত্যেতে লইয়া যাও,
অন্ধকার হইতে ইঁহাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও,
মৃত্যু হইতে ইঁহাকে অমৃততে লইয়া যাও,
হে স্বপ্রকাশ, তুমি ইঁহার নিকট প্রকাশিত হও,
হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা ইঁহাকে
সর্বদা রক্ষা কর।

বার্ষিক শ্রাদ্ধের উপাসনাপদ্ধতি

উদ্বোধন

১

মানবজীবন বর্তমানেই আবদ্ধ হইলেও মানবের দৃষ্টি বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া সুদূর ভবিষ্যতে এবং সুদূর অতীতে ধাবিত হয়। মানবের জ্ঞান যুগযুগান্তের সংবাদ জানিতে চায়, তাহার প্রেম মৃত্যুর শাসনকে মানে না।

এই দৃশ্যরাজ্যেই মানব আবদ্ধ নহে। চক্ষুতে যাহা দেখা যায়, কর্ণে যাহা শোনা যায়, হস্ত দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়, মানবের জন্য তাহাই সকল ও পর্যাপ্ত নয়। মানবের জন্য অন্য এক অদৃশ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্য আছে। আমাদের এই ইন্দ্রিয়সকল যত দূর লইয়া যায়, আমরা কেবল ততদূরই যাই, ততদূরই জানি, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়ের অতীত যে অদৃশ্য রাজ্য, অন্ধকারের পরপারে যে জ্যোতির্ময় দেশ, সেখানেও মানবাত্মার প্রবেশাধিকার আছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপরে আত্মজ্ঞান।

পৃথিবীর চতুঃসীমার মধ্যে মানব বদ্ধ নহে। এই পৃথিবীর কতিপয় দিনই আমাদের সম্পূর্ণ জীবন নহে, এবং এখানে চক্ষুর সম্মুখে যাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি, কেবল তাঁহাদের লইয়াই আমাদের পরিবার নহে। আমাদের পরিবার তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; যাঁহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অদৃশ্য সত্তা ও প্রেম আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমরা যে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে পারি, আমাদের ভালবাসা যে মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে উত্থিত হয়,

ইহা মানবজীবনের পরম সৌভাগ্য। আমরা সংসারের ক্ষুদ্র সুখ ও স্বার্থ লইয়া মগ্ন থাকি; পরলোকগত আত্মাদের স্মৃতি আমাদিগকে উন্নত করে, পবিত্র করে, জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি স্মরণ করাইয়া দেয়।

কেবল বর্তমান, কেবল দৃশ্যরাজ্য, কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ লইয়াই যে আমাদের জীবন নহে, জীবনের যে আধ্যাত্মিক ভূমি, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে, ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে পরলোকগত প্রিয়জনের স্মৃতির মত আর কিছু নাই। তাঁহাদের জীবনের অলক্ষ্য প্রভাব আমাদের জীবনের গূঢ় আধ্যাত্মিক শক্তি। তাঁহাদের স্মৃতি ঈশ্বরপূজার পবিত্র সুরভি ধূপসৌরভ।

যে দিন আমাদের প্রিয়জন এ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেদিনটি আমাদের নিকট অতি পবিত্র। আমরা সেই দিনটিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্যে সম্মান করিব। আজ এই স্মরণীয় দিনে ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া আমরা আমাদের পরলোকগত প্রিয়জনকে স্মরণ করিব। সেই আত্মার গুণাবলী চিন্তা করিব, ভগবানের চরণে তাঁহার জন্য কল্যাণ ভিক্ষা করিব এবং সেই জীবনের প্রভাব ও স্মৃতি আমাদের গৃহে ও জীবনে যেন চিরজীবিত ও চিরনবীন থাকে এই প্রার্থনা করিব। ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন; পরলোকগত আত্মার স্মৃতি আমাদের পূজার সহায় হউক; আমরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসমন্বিত হৃদয়ে এই পবিত্র পারলৌকিক অনুষ্ঠানে জীবনমরণের অধিপতি পরমাত্মার পূজায় প্রবৃত্ত হই।

২

ক্ষণিক সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের মধ্যে জীবনের একটি দিক আছে, এক শাশ্বত ভূমি আছে; সে দিক শাশ্বতের দিক, অনন্তের দিক। এখানকার কয়েকটি বৎসরই আমাদের জীবনের সমুদয় নহে। আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতার পশ্চাতে অনন্ত জীবন আছে। জীবনে ক্ষুদ্র ও অনন্তের, ক্ষণিক ও শাশ্বতের আশ্চর্য মিলন। এখানে এই ক্ষুদ্রের সঙ্গেই অনন্ত মিশ্রিত। যাহা কিছু ক্ষুদ্র তাহা চলিয়া যায়, তাহা মিলাইয়া যায়; আর যাহা শাশ্বত, তাহা দিন দিন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমাদের জীবনে যাহা ক্ষণিক যাহা তুচ্ছ, তাহা বর্জন করিয়া আমরা শাশ্বতকে গ্রহণ করিব। জীবনে যাহা কিছু ক্ষণিক ও তুচ্ছ, মৃত্যু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়; যাহা সত্য ও শাশ্বত, তাহা মৃত্যুর অগ্নিতে পুড়িয়া আরও উজ্জ্বল হয়।

এই যে আমাদের প্রিয়জন এই দিনে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে যাহা কিছু সত্য ছিল, তাহা কালের পরিবর্তনের সঙ্গে আরও সত্য, আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। আমরা কি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতেছি, না তাঁহার স্মৃতি আমাদের নিকট দিন দিন বর্ষে বর্ষে আরও উজ্জ্বল, আরও জীবন্ত, আরও পবিত্র হইতেছে? তাঁহার জীবনে যাহা কিছু তুচ্ছ ছিল, ক্ষণিক ছিল, তাহাই চলিয়া গিয়াছে; ক্ষুদ্রের আবর্জনা ক্ষণিকের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া যাহা শাশ্বত, তাহা অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়া দেখা দিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের যাহা ক্ষণিক ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে; ক্ষুদ্র সুখের, স্বার্থের ও শরীরের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সম্বন্ধের যাহা কিছু মহৎ

ছিল, পবিত্র ছিল, আধ্যাত্মিক ছিল, তাহা মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।

আজিকার এই পবিত্র দিনে আমরা জীবনের শাশ্বত দিক, অনন্ত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিব। আমাদের যে প্রিয়জন চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ঈশ্বরের চরণে দেখিব। তাঁহার অমর আত্মা অমৃতধামে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাতে যাহা কিছু সত্য ছিল, তাহার এক তিলও বিনষ্ট হয় নাই ; তাঁহার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ তাহাও যেন শিথিল না হয়। আমরা আজ তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিব ; তাঁহার স্মৃতি আমাদের গৃহে, আমাদের হৃদয়ে চির জীবন্ত হইয়া থাকুক। আজ প্রীতির চন্দনে সে স্মৃতি চর্চিত করিব ; আজ তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমরা উন্নত হইব। সত্যস্বরূপ ভগবানের চরণে পরলোক আত্মার জন্য আজ প্রার্থনা করিব।

হে সত্যস্বরূপ দেবতা, ইহপরকালের অধিপতি, এই পবিত্র দিনে আমরা তোমার সিংহাসনতলে বসিয়াছি। যে প্রিয়জনকে তুমি এই দিনে আমাদের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলে, তাঁহার জীবনে যাহা কিছু সত্য ও শাশ্বত তাহা তিলমাত্র নষ্ট হয় নাই। আমাদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ, তাহাও অনন্ত কালের। হে পিতা, আজ আমরা তাঁহাকে তোমার মধ্যে দেখিব। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই দিব্য দৃষ্টি, সেই আধ্যাত্মিক চক্ষু দাও ; আমরা তোমার মধ্যে ইহলোক পরলোক দেখিয়া তোমার পূজা করিয়া ধন্য হইব।

৬

অদ্যকার দিন আমাদের নিকট কত পবিত্র। এই দিনে পরমেশ্বর আমাদের প্রিয়জনকে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে লইয়া গিয়াছিলেন; সেদিন আমরা শোকে অভিভূত হইয়াছিলাম, সেদিন আমাদের নিকট বড় দুর্দিন বলিয়া মনে হইয়াছিল। আজ আর এই দিনকে দুর্দিন বলিব না; যাহা একদিন দুর্দিন ছিল, তাহা এখন আমাদের নিকট অতি পবিত্র দিনে পরিণত হইয়াছে। আমাদের প্রিয়জনের স্মৃতিতে এ দিন আমাদের নিকট স্মরণীয় পুণ্য দিন হইয়াছে। আমরা নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা সহকারে এ দিনকে সম্মান করিব। এই পরিবারের পক্ষে এই দিনটি বড় পবিত্র দিন।

বিধাতা প্রিয়জনদিগকে আমাদের কিছুদিনের জন্য দেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের হৃদয়ে যে প্রীতি দান করেন, তাহা চিরকালের মত আমাদেরই থাকিয়া যায়। মৃত্যু এই প্রীতির বিনাশ করিতে পারে না।

আজ আমরা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাতে পূর্ণ হইয়া পবিত্রস্বরূপ পিতার নিকট উপস্থিত হইব। পরলোকগত প্রিয় আত্মার কল্যাণের জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিব এবং তাঁহার নিকট আমাদের জন্য এই আশীর্বাদ ভিক্ষা করিব যেন এই বিশেষ দিনে জীবন মরণের রহস্য আমাদের নিকটে কিঞ্চিৎ উদ্ভাসিত হয়। যে প্রিয়জনকে তিনি এই দিনে লইয়া গিয়াছিলেন, আমরা যেন বুঝিতে পারি তিনি তাঁহাকে আপনার প্রেমক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহা আজ উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিব, হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি শ্রদ্ধার চন্দনে চর্চিত করিব। শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপহার লইয়া আজ আমরা শান্তমনে ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইব।

আরাধনা

তুমি সত্যস্বরূপ, এ সংসারের সকল অনিত্যতার মধ্যে তুমি চির নিত্য, চির সত্য। এখানে সকলই ভাসিয়া যায়, ধরিবার কিছু নাই রাখিবার কিছু নাই, ইহা নহে। এখানকার সকল চঞ্চলতার মধ্যে তুমি চির সত্য হইয়া আছ। এই জড় জগৎ, আমরা চক্ষুতে যাহা দেখি, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, ইহা বায়ুপ্রবাহের মত অস্থির ; এই আছে, পরমুহূর্তে থাকে না ; এখানকার সকলই চঞ্চল, অসার ও অনিত্য। কিন্তু ইহার মধ্যে স্থির ভূমি আছে, ধরিবার ও রাখিবার কিছু আছে। তুমি চির সত্য, আর তোমাতে যাহা কিছু, তোমাতে যে জীবন, তোমাতে যে সম্বন্ধ, তাহাও চির সত্য, চির নিত্য।

আমাদের এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ মলিন জীবনের অন্তরালেও তোমার গূঢ় অভিপ্রায়, তোমার গভীর জ্ঞান, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত আছে। আমাদের জীবন, আমাদের গৃহ পরিবার, তোমার জ্ঞানে বিধৃত। এ জীবন কয়েক দিনের খেলা নয়, ইহা অর্থহীন আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। আমরা অনেক সময় ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না, আমরা জানি না কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় চলিয়াছি। আমরা জানি না এখানে কেন এত সংগ্রাম, কেন এত নিরাশা, কেন এত মর্মবেদনা। আমরা বুঝিতে পারি না, আমরা যাহা চাই কেন তাহা হয় না। কেন যাঁহারা থাকিলে ভাল হয় মনে করি, তাঁহারা চলিয়া যান।

আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি ও আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা ক্ষুদ্র বিচার

করি। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের পশ্চাতে তোমার অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে, তোমার অনন্ত জ্ঞানে আমাদের জীবন তুমি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছ, আমাদের জীবনের পশ্চাতে তোমার কল্যাণ হস্ত রহিয়াছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনেও দেখি, আজ যাহা অমঙ্গল মনে করি, কাল সেখানে তোমার গভীর জ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে। আমাদের জীবন তোমারই ক্রোড়ে আছে ; সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, জীবন মরণের মধ্য দিয়া তুমি আমাদিগকে তোমার অমৃত রাজ্যে লইয়া চলিয়াছ। এই যে জীবনমরণের খেলা ইহা তোমারই বিধান।

মৃত্যুর ঘন অন্ধকারের মধ্যে তোমার অনন্ত আলোক তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত কর। আমরা যে তোমার সন্তান, এই সংসার যে আমাদের চির বাসস্থান নয়, এখানকার সুখই যে আমাদের সকল নয়, আমাদের জন্য যে তুমি অমৃত জীবন রাখিয়াছ, তাহা বুঝাইয়া দাও। তুমি অনন্ত আর আমরা তোমার সন্তান, তাই সকল ক্ষুদ্রতা, সকল চঞ্চলতার মধ্যেও মানব আত্মা তোমারই জন্য ব্যাকুল। আমাদের জন্য অনন্ত জীবন আছে ; এখানকার সুখ স্বার্থই আমাদের সকল নয়। সংসারের ক্ষুদ্র সম্পদে মানব আত্মার তৃপ্তি হয় না। মানব আত্মার প্রকৃত শান্তি তোমাতে।

তুমি আনন্দস্বরূপ মঙ্গলময় দেবতা। জগতের সকল কোলাহল, সকল ব্যস্ততা, সকল আনন্দ ও বিষাদের মধ্যে শান্ত গম্ভীর হইয়া তুমি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছ। এ জগতে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, সংগ্রাম আছে, রোগ শোক বিচ্ছেদ মৃত্যু আছে, পাপ আছে, কিন্তু এ সকলকে অতিক্রম ও পরাস্ত করিয়া তোমার প্রেম, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা আছে। ইহা তোমার মঙ্গলেরই রাজ্য ;

আমরা তোমার মঙ্গল ক্রোড়ে আছি। আমরা অনেক সময় তাহা অনুভব করি না; কত সময় সন্দেহ করি, অনুযোগ অভিযোগ করি; কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি আমাদের সুখস্পৃহা, আমাদের জড়তা ও স্বার্থপরতা দমন করিয়া যাহাতে আমাদের কল্যাণ হয়, তাহাই বিধান করিতেছ। তুমি শিবম্, তুমি সকলের আশ্রয় এবং অবলম্বন, তুমি চিরদিনের গতি।

ইহকাল পরকালের এক অদ্বিতীয় দেবতা, তোমাতেই আমাদের চির মিলনের স্থান। যাঁহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তোমার ঐ অমৃতক্রোড়ে আছেন; আর আমরাও এখানে তোমার চরণাশ্রয়েই আছি; এখানকার কাজ শেষ হইলে তোমারই অমৃত ক্রোড়ে স্থান পাইব। তুমি চিরদিনের অবলম্বন, তুমি একমাত্র গতি ও আশ্রয়।

পবিত্রস্বরূপ দেবতা, তুমি আমাদের সকল দুঃখ তাপ শোক, সকল মলিনতা ধৌত করিয়া দিতেছ, সকল অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দিতেছ; এ জগতে কত দুঃখ, কত তাপ, কত শোক, এ সকলের মধ্যে তোমার চরণাশ্রয় ভিন্ন আমাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায় আছে? শোকার্ত প্রাণে আর কে সান্ত্বনা দিতে পারে? মৃত্যুর অন্ধকারপূর্ণ উপত্যকায় কে আলোক দিতে পারে? তাই আমরা তোমার চরণতলে আসিয়াছি। আজ এই স্মরণীয় পবিত্র দিনে তুমি সত্য হইয়া প্রকাশিত হও, আমরা তোমার মঙ্গলস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তোমার শান্তস্নিগ্ধ চরণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে অবনত হই।

২

হে ইহপরকালের দেবতা, তুমি আমাদের প্রিয়জনকে আমাদের মধ্য হইতে লইয়া গিয়াছ। কতদিন হইল বাহিরের চক্ষুতে তাঁহাকে দেখি না, বাহিরের কর্ণে তাঁহার মিষ্ট কথা আর শুনি না ; এ গৃহে তাঁহার স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু হে পিতা, আমাদের সত্যকার গৃহ ত এই মৃত্তিকার গৃহ নহে, আমাদের সম্বন্ধও বর্তমান শরীরে সীমাবদ্ধ নহে। আমাদের জন্য তুমি অনন্ত জীবন রাখিয়াছ ; আমাদের বৃহৎ পরিবার ইহলোকে ও পরলোকে বিস্তৃত। হে অনাদি অনন্ত দেবতা, মানবাত্মা তোমারই সন্তান, তাই সংসারের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষণিক সম্পদে, তাহার তৃপ্তি হয় না ; তাই মানবের জ্ঞান বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া সুদূর ভবিষ্যৎ ও সুদূর অতীতে ধাবিত হয়, তাই মানবের প্রীতি দেশকাল ও মৃত্যুর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া প্রিয়জনকে স্পর্শ করে।

ক্ষণিক যাহা, তাহা কালের স্রোতে ভাসিয়া যায় ; মৃত্যু আসিয়া প্রিয়জনকে চক্ষুর অগোচর করিয়া লইয়া যায় ; মাটীর দেহ মাটী হইয়া যায়। কিন্তু তোমার মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহা অবিনাশী। তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের নিকট কত পবিত্র। তাঁহাদের প্রভাব আমাদের জীবন এবং গৃহকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। যে প্রিয়জনকে আজিকার দিনে তুমি আমাদের চক্ষুর অগোচর করিয়া লইয়া গিয়াছিলে, হে পিতা, আমরা কি তাঁহাকে ভুলিতে পারি ; এ গৃহ তাঁহার পবিত্র আভায় পরিপূর্ণ ; জীবনের প্রতিদিন তাঁহার স্মৃতিতে জড়িত।

আজিকার দিনে, হে পিতা, তোমার চরণে বসিয়া তাঁহাকে

বিশেষভাবে স্মরণ করি ; তিনি এখানকার সকল দুঃখতাপের অতীত হইয়া তোমার শান্তিপ্রদ চরণে আশ্রয় পাইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে আলোক হইতে আলোকে, পুণ্য হইতে পুণ্যে লইয়া যাও ; তাঁহার সকল অপূর্ণ আশা তোমাতে পূর্ণতা লাভ করুক। আর সেই জীবনের স্মৃতি আমাদের মধ্যে চির জীবন্ত ও উজ্জ্বল থাকুক। আমরা যেন সর্বদা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া জীবন উন্নত করিতে পারি ; জীবনের জটিল ও শঙ্কাপূর্ণ পথে তাঁহার স্মৃতি যেন আমাদিগকে বল দেয়।

হে পিতা, তোমাকে আমরা ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমাদিগকে সেই উন্নত জীবনের সংস্পর্শে আনিয়াছিলে। আমরা যে তাঁহাকে জানিয়াছিলাম, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। হে প্রভু, আশীর্বাদ কর, চিরদিন যেন তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে সযত্নে রক্ষা করিতে পারি। আজ তাঁহার উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রেরণ করি। আজিকার দিন আমাদের নিকট অতি পবিত্র হউক। পরলোকগত আত্মাকে স্মরণ করিয়া সকলে ভক্তিভরে তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

শাস্ত্রপাঠ

শাস্ত্রপাঠ

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতম্‌ এক এব তু দুষ্কৃতম্‌।

মনু ২।২৪

মনুষ্য একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়; একাকী স্বীয় পুণ্যফল ভোগ করে এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতিফল ভোগ করে।

মৃতং শরীরং উৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট সমং ক্ষিতৌ
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্ম স্তমনুগচ্ছতি।

মনু ৪।২৪১

বান্ধবেরা মৃত শরীর ভূমিতলে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন। ধর্ম তাহার অনুগামী হয়েন।

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্ম স্তিষ্ঠতি কেবলঃ।

মনু ৪।২৩৯

পরলোকে সহায়তার জন্য স্ত্রীপুত্র জ্ঞাতিবন্ধু কেহই থাকেন না, কেবল ধর্মই থাকেন।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্‌।

মনু ২।২৪২

অতএব আপনার সহায়ার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। ধর্মের সহায়তায় জীব দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মোহতোবধীৎ।

মনু ৮।১৫

যে ব্যক্তি ধর্মকে নষ্ট করে, ধর্ম তাহাকে নষ্ট করেন, আর যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন; অতএব ধর্মকে নাশ করিবে না, ধর্ম হত হইয়া আমাদিগকে নষ্ট না করুন।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন।

মনু ৪।২৩৮

পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকে সাহায্য লাভার্থে সেইরূপ ক্রমে ক্রমে ধর্ম সঞ্চয় করিবে।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনে অপি অনুযাতি যঃ
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি।

মনু ৮।১৭

ধর্মই কেবল একমাত্র মিত্র যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন; আর সমুদয়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায়।

সুখদুঃখং হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে
সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ।

মহাভারত। বন ২৫৮।১৩ খ, ২৫৮।১৫ খ

মনুষ্য পর্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবে এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবে।

> ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং
> শরীরমেব আয়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ।

মহাভারত। শান্তি ১৭৪।২১

চিরকাল দুঃখ থাকে না এবং চিরকাল সুখ লাভও হয় না। শরীর সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আয়তন।

> সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্
> প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা।

মহাভারত। শান্তি ২৫।২৬, ১৭৪।৪১

সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবে অপরাজিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করিবে।

> প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ
> ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।

মহাভারত। বন ৪০৬।৪২ খ, ২০৬।৪৩ ক

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও ক্লেশবোধ করিবে না। ধনকষ্ট হইলে ম্রিয়মান হইবে না এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করিবে না।

> পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলম্
> পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে।

মহাভারত। উদ্যোগ ৩৪।৬১

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্তি প্রাপ্ত হয় এবং অশুভ ফল ভোগ করে। পুণ্য অনুষ্ঠান করিলে সৎকীর্তি প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে।

ওঁ পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।

মহাভারত। উদ্যোগ ৩৪।৬৪ ক
আদি ১৫৭।১৫ ক

মনুষ্য পুণ্য কর্ম করিলে পবিত্র কীর্তি লাভ করেন এবং পুণ্যলোকে গমন করেন। পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

যশ্চায়ম্ অস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ,
যশ্চায়ম্ অস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ ;
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুম্ এতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

বৃহদারণ্যক ২।৫।১০, ২।৫।১৯, ২।৫।১৪
শ্বেতাশ্বতর ৩।৯, ৬।১৫

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ময় পুরুষ যিনি সকলই জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ যিনি সকলই জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তাহা ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি
যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ
অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি অতি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

কেন ২।৫

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, এখানে তাঁহাকে না জানিলে মহা বিনাশ উপস্থিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে প্রয়াণ করিয়া অমর হয়েন।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো
বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাম্ শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।

কঠ ২।২।১৩

যিনি সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি সকলের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা।
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥

কঠ ২।২।১২

যিনি সকলের নিয়ন্তা ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং যিনি স্বীয় একরূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানীগণ স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

কঠ ১।৩।১২

এই আত্মা সর্বভূতে গূঢ়রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এজন্য তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শীরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্
এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ।

এতস্যৈব আনন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২

এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ অন্য অন্য জীব উপভোগ করে।

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লবধ্বানন্দী ভবতি।

তৈত্তিরিয় ২।৭

সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ
আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দযাতি।

তৈত্তিরিয় ২।৭

কে বা শরীর চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইনিই সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।

তৈত্তিরিয় ২।৭

যখন সাধক এই অদৃশ্য নিরবয়ব অনির্বচনীয় নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয়প্রাপ্ত হয়েন।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

প্রশ্ন ৬।৬

মৃত্যু যাহাতে তোমাদিগকে ব্যথা না দেয় সেজন্য সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

তৈত্তরিয় ২।৯

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥

তৈত্তিরিয় ২।৪

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯

যাঁহা হইতে এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকে, এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥

বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত থাকে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

কঠ ২।১।১০

যিনি ইহলোকে তিনিই পরলোকে; যিনি পরলোকে তিনিই ইহলোকে। যে তাঁহাকে নানারূপ দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

গীতা ২।১৬

অনাত্ম বস্তুর স্থায়িত্ব নাই, আত্মবস্তুর বিনাশ নাই। তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধি করেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং
কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কঠ ১।২।১৮

এই জ্ঞানবান আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই,। ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হন নাই এবং আপনিও অন্য কোনো বস্তু হন নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন। শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

গীতা ২।২৩

অস্ত্র ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করে না, জল ইহাকে আর্দ্র করে না, এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।

গীতা ২।২৪

এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইহা নিত্য, সর্বগত, স্থিরস্বভাব, সকল কালে একরূপ ও অনাদি। ইহা অব্যক্ত, ইহা অচিন্ত্য ও ইহা অবিকারী। অতএব এইরূপ জানিয়া ইহার বিনাশ আশঙ্কায় তোমার শোক করা উচিত নহে।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

গীতা ২।২২

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়।

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ং
তথাঽরসংনিত্যম্ অগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তংমহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

কঠ ১।৩।১৫

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, যাহার ক্ষয় নাই, যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্বিকার, তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

মুণ্ডক, ৩।২।৮

যেমন প্রবহমান নদীসকল নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয় ও ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তি নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বেভির্যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ
যত্রা নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুরেনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনুস্বাঃ।

ঋগ্বেদ, ১০।১৪

যাও, যাও, সেই সকল পথ দিয়া যাও, যে-পথে পূর্বে আমাদের পূর্বপিতৃগণ গমন করিয়াছেন, যে-পথে আমাদের পূর্বপিতৃগণ গমন করিয়াছেন ও যে-পথে জন্মপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে গমন করেন।

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন ইষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্
হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চা॥

ঋগ্বেদ, ১০।১৪

পূর্বপিতৃগণের সহিত মিলিত হও, পরলোকে দেবতার সহিত মিলিত হও, উন্নত স্বর্গলোকে গিয়া তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার সহিত মিলিত হও। যাহা কিছু মলিন, তাহা পরিহার করিয়া নূতন তেজোময় রূপ ধারণ করিয়া স্বগৃহে গমন করো।

যত্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্
তত্ত আবর্তয়ামসি ইহ ক্ষয়ায় জীবসে॥

ঋগ্বেদ ১০।৫৮

তোমার যে আত্মা পরলোকের দেবতার নিকট গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্
তত্ত আবর্তয়ামসি ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥

ঋগ্বেদ ১০।৫৮

তোমার যে আত্মা আজ এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

যত্তে মরীচী প্রবতো মনো জগাম দূরকং
তত্ত আবর্তয়ামসি ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥

ঋগ্বেদ ১০।৫৮

তোমার যে আত্মা ঐ প্রসারিত কিরণমালার পথে গিয়াছে তাহাকে আমরা পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

যত্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্
তত্ত আবর্তয়ামসি ইহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥

ঋগ্বেদ ১০।৫৮

তোমার যে-আত্মা সুদূর অতীতে বা সুদূর ভবিষ্যতের পথে গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

ওঁ মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ।

মহানির্বাণ ৮।৫

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিয়া সর্বপ্রযত্নে সর্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন।

ওঁ শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ।

মহানির্বাণ ৮।২৯

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদুবাক্য কহিবে, সর্বদা তাঁহাদের প্রিয়কার্য করিবে এবং আজ্ঞাবহ থাকিবে।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি॥

মনু ২।২২৭

সন্তানের জন্য পিতামাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, সন্তান শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

ওঁ গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।

মহাভারত। আদি ১৯৬।১৫ খ
বন ৩১২।৫৮ ক

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু; মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমস্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

মনু ২।২২৭

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা; পিতার প্রীতি প্রাপ্ত হইলে সকল দেবতা প্রীত হন।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরতি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ ॥

হে জগৎপিতা, তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধুক্ষরণ করিতেছে। আবার তোমারই প্রসাদে ঔষধি বনস্পতি সকল মধুমান হউক ; রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যুলোক, ভূলোক ও সূর্য মধুময় হউক।

ইদং পিতৃভ্যো নমো
অস্তু অদ্য যে পূর্ব্বাসো
যে উপরাস ঈয়ুঃ।
যে চ ইহ পিতরো যে চ নেহ
যাংশ্চ বিদ্ম যাং উ চ ন প্রবিদ্ম।
ত আগমন্তু ত ইহ শ্রুবন্তু
অধিব্রুবন্তু তে অবন্তু অস্মান ॥

ঋগ্বেদ ১০।১৫

আজ যে সব পিতৃগণ এখানে সমাগত আর যাঁহারা পূর্বে বা পরে গত হইয়াছেন, যাঁহাদের জানি আর যাহাদের জানি না, তাঁহাদের সকলকেই আজ নমস্কার করি।

তাঁহারা সকলেই এই শ্রাদ্ধক্ষেত্রে আগমন করুন ; তাঁহারা আমাদের অন্তরের কথা শ্রবণ করুন ; তাঁহারা আমাদের অন্তরে সত্য চেতনা ও বাণী প্রেরণ করুন ; শ্রদ্ধার সাত্ত্বিকতায় আমাদিগকে সার্থক করুন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

সামবেদীয় তর্পণমন্ত্র

সকলের আজ পরম তৃপ্তি হউক। যে সব কোটি কোটি কূল বিগত হইয়াছে এবং আজও আব্রহ্মভুবনের যাঁহারা অধিবাসী, সকল দেবর্ষিগণ, পিতা ও পিতৃপুরুষগণ এবং সকল মাতা ও মাতৃপুরুষগণ, সকলের আজ তর্পণ হউক। এই তর্পণে ত্রিভুবন আজ তৃপ্তি লাভ করুক।